একটি পাক্ষিক সংবাদ বিশ্লেষণমূলক পত্রিকা

বুলেটিন

৯৯তম সংখ্যা ● ১৫ জুন ২০২১

মুহাম্মাদ ওয়াক্কাস ও মুহাদ্দিস আবু সাঈদের পরিবারের সাথে আমীরে জামায়াতের সাক্ষাৎ

বাজেট প্রতিক্রিয়া

প্রস্তাবিত বাজেট এবং প্রবৃদ্ধির হার বাস্তবতা বিবর্জিত ও কল্পনা নির্ভর

অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

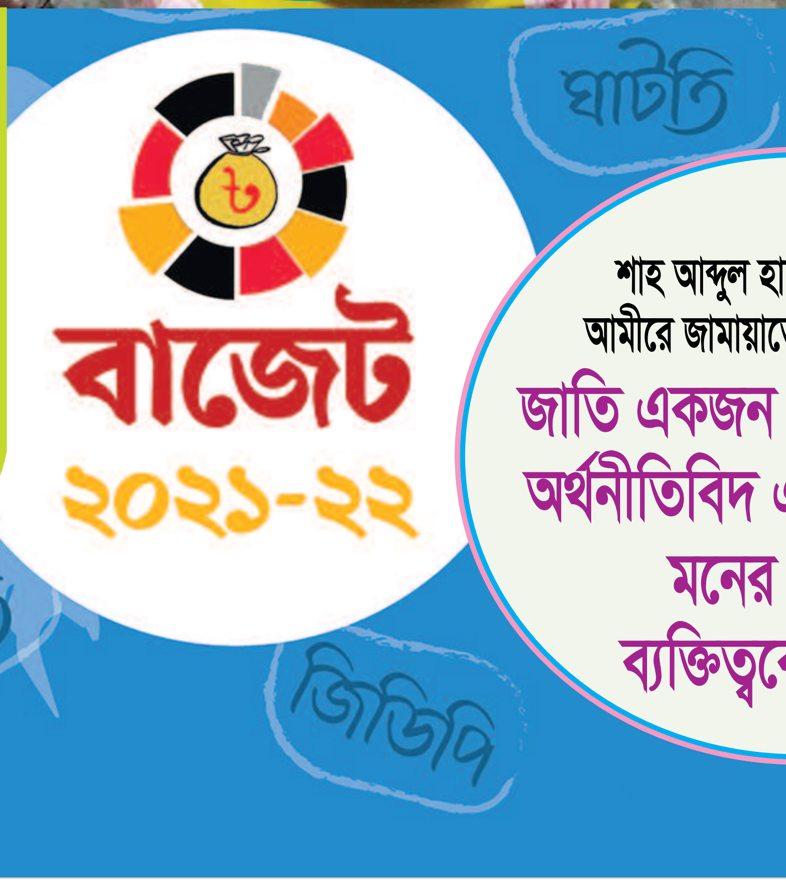

শাহ আব্দুল হান্নানের ইন্তিকালে আমীরে জামায়াতের শোক প্রকাশ

জাতি একজন প্রতিথযশা অর্থনীতিবিদ এবং উদার মনের ইসলামিক ব্যক্তিত্বকে হারালো

বুলেটিন

৫ম বর্ষ, ৯৯তম সংখ্যা
১৫ জুন ২০২১

প্রধান সম্পাদক
মতিউর রহমান আকন্দ

নির্বাহী সম্পাদক
এইচ এ লিটন

কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

সম্পাদকীয়

বাজেটে নতুন দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের অগ্রাধিকার দেয়া হোক

জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রী ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট পেশ করেছেন। এটি দেশের ৫০তম বাজেট। এবারের বাজেটের শিরোনাম করা হয়েছে, 'জীবন-জীবিকায় প্রাধান্য দিয়ে সুদৃঢ় আগামীর পথে বাংলাদেশ।' নতুন অর্থবছরের বাজেটের আকার ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা। বাজেটের আকার বৃদ্ধি নতুন কিছু নয়। ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ঘাটতি নিয়ে এবারের বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। এই ঘাটতি মেটানো হবে ব্যাংক থেকে ঋণ, বিদেশি ঋণ, দেশের ব্যাংকের বাইরে থেকে ঋণ ও বিদেশি অনুদানের মাধ্যমে। জিডিপির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৭.২ শতাংশ। অর্থনীতিবিদরা যে বিষয়টির ওপর বেশি জোর দিয়েছেন তা হচ্ছে, এবারের বাজেটে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া 'নিউ পুওর' বা 'নতুন গরিবদে'র সহায়তা ও প্রণোদনার বিষয়ে প্রস্তাবনা এবং ক্ষতিগ্রস্ত মধ্যবিত্তদের কোনো সুযোগ-সুবিধা না থাকা।

বাজেটে ব্যবসায়ীদের বিপুল সুযোগ-সুবিধা দেয়া হলেও সাধারণ মানুষের জন্য তেমন কোনো কিছু নেই। বিশেষ করে নতুন গরিব হওয়াদের কথা, যারা মূলত মধ্যবিত্তের অংশ, তা বাজেটে উল্লেখ করা হয়নি। এতে তারা নিদারুণ হতাশার মধ্যে নিপতিত হয়েছে। অথচ যেকোনো দেশের অর্থনীতি বিনির্মাণ, শিল্প-সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতার মূল কারিগর মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এদের মধ্যে রয়েছে সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবী, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীসহ উদ্যোক্তা। এক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তাদের বিষয়টি আলাদা। তারা ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা পেয়ে নিরাপদে রয়েছে। করোনার কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণীই সবচেয়ে বিপাকে পড়েছে। আত্মসম্মানবোধের কারণে তারা যেমন কারো কাছে হাত পাততে পারে না, তেমনি সংসার চালাতে না পেরে সীমাহীন দুর্গতি ও দুঃশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছে। ইতোমধ্যে অনেকে চাকরি ও ব্যবসার পুঁজি হারিয়েছে, অনেকের বেতন কমে যাওয়ায় দরিদ্র হয়ে গেছে। অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন, জাতির মেরুদন্ড হয়ে থাকা মধ্যবিত্ত শ্রেণী যদি ধসে যায়, তবে জাতির উন্নতি ও অগ্রগতিও ব্যাহত হবে। এদের উপেক্ষা করে বাজেটে কোনো সুবিধা না রাখা জাতির জন্য দুর্ভাগ্য বয়ে আনবে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী, নতুন দরিদ্রদের ব্যাপারে বাজেটে প্রণোদনা ও সুযোগ-সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। তাদের কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যাবে না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে অবহেলা করলে সামাজিক ভারসাম্য যেমন বিনষ্ট হবে, তেমনি জাতির সার্বিক কল্যাণ ব্যাহত হবে। করোনা সংকটের মধ্যে নতুন অর্থবছরের বাজেট হোক জনকল্যাণমুখী এবং অর্থনীতির পুনরুদ্ধারের হাতিয়ার, আমরা এই কামনা করি।

বাজেট প্রস্তাবনা ও বাস্তবতা বড় বাজেটে বড় চাপ পড়বে মধ্যবিত্তের জীবন-জীবিকায়

৩ জুন জাতীয় সংসদে ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন করা হয়েছে। এই বাজেটকে অর্থনীতিবিদরা সময়োচিত ও বাস্তবসম্মত মনে করছেন না। ঘোষিত বাজেটে করোনা পরিস্থিতির কারণে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কোন সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা নেই। যা নতুন বাজেটের বড় দুর্বলতা। ৬ লাখ ৩ হাজার ৬শ ৮১ কোটি টাকার এই উচ্চাভিলাষী বাজেটে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৭ দশমিক ২ শতাংশ। সার্বিক অর্থনীতিতে মহামারির প্রভাবে এই লক্ষ্য কমিয়ে ধরা হয়েছে, তা বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী স্পষ্ট করেছেন। কিন্তু তারপরও এই লক্ষ্যে পৌঁছার বিষয়টি সংশয়মুক্ত থাকছে না বরং অবাস্তবই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

মূলত, করোনা সৃষ্ট বিপর্যয়ের মধ্যেও ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে বিশাল জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ জন্য কিছু পণ্য ও সেবার ওপর কর বাড়ানো হয়েছে, আবার ছাড়ও দেওয়া হয়েছে। তবে বাজেট করতে গিয়ে পাঁচ বিষয়কে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে বলে দাবি করেছেন অর্থমন্ত্রী। বাজেট বক্তৃতায় তিনি বলেছেন, আমদানি পর্যায়ের শুল্ক, রেগুলেটরি ডিউটি, সম্পূরক শুল্ক ও মূল্য সংযোজন করসংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এগুলো হলো করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) ফলে সৃষ্ট বৈশ্বিক মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। এগুলো হলো, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়, রপ্তানিমুখী শিল্প বহুমুখীকরণ এবং তার সংযোগ শিল্পে প্রণোদনা। স্বাস্থ্য, কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, অটোমোবাইল, ইলেক্ট্রনিক্স এবং আইসিটি খাতের বিকাশ ও উন্নয়ন। ব্যবসায় সহজীকরণ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নয়ন এবং স্থানীয় শিল্পের বিকাশ ও প্রতিরক্ষণে শুল্কহার যৌক্তিককরণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব (মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর) আহরণ বৃদ্ধি। কিন্তু প্রস্তাবগুলো বেশ আকর্ষণীয় ও শ্রুতিমধুর মনে হলেও তা বাস্তববায়ন মোটেই সহজসাধ্য হবে না। ফলে জিডিপির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অনেকটা অধরাই থেকে যাবে।

আমাদের দেশে নতুন বছরের বাজেট ঘোষণার পর আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় জিডিপির প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা। এবারও বিষয়টি বিভিন্ন মহলেই আলোচনায় এসেছে। এমনকি রাজনীতির অঙ্গনেও বিষয়টি

নতুন মাত্রা যোগ করেছে। প্রতিবার বাজেটে সরকার জিডিপি প্রবৃদ্ধির অবাস্তব ও উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই তা অর্জন করা সম্ভব হয় না। এবারের বাজেটে জিডিপির লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে ধরার দাবি করা হলেও তা বাস্তবসম্মত মনে করছেন না অর্থনীতিবিদরা। ফলে বিষয়টি নিয়ে নতুন বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

অর্থনীতিতে জিডিপির প্রবৃদ্ধি বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি আমাদের দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনেও আলোচনায় স্থান করে নিয়েছে। বিষয়টিকে মহলবিশেষ ইতিবাচক হিসাবেই দেখতে চাচ্ছেন। বিশেষ করে সরকার সংশ্লিষ্টরা। যদিও সমকালীন অর্থনীতিকদের সিংহভাগই প্রবৃদ্ধির এই অঙ্ককে অর্থনীতির গতিশীলতা হিসেবে মানলেও টেকসই উন্নয়নের সূচক হিসেবে মানতে পারছেন না। মূলত, সমস্যাটা সেখানেই। ঘোষিত বাজেট প্রস্তাবনা-য় দাবি করা হয়েছে, 'মহামারি শুরুর পর ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৮ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য ধরা হলেও, তা উচ্চাভিলাষী বলেই মত দিয়েছিলেন অনেকে। প্রবৃদ্ধি অর্জন লক্ষ্যের কাছাকাছি না গেলেও মহামারির মধ্যেও যেটুকু অর্জিত হয়েছে, সেটাও কম নয়'। অর্জিত প্রবৃদ্ধি নিয়ে অর্থমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করলে তার সাথে একমত হতে পারছেন না অনেকেই। তবে তার দাবির মধ্যে প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার আত্মস্বীকৃতি মিলেছে।

অর্থমন্ত্রী দাবি করেছেন, কোভিড-১৯ মহামারির প্রকোপ অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদক্ষ ও বিচক্ষণ নেতৃত্বের কারণে সামষ্টিক অর্থনীতির ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও উৎকর্ষ সাধন এবং প্রাজ্ঞ রাজস্ব নীতি ও সহায়ক মুদ্রানীতি অনুসরণের মাধ্যমে সরকার সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। বিগত এক দশকে বাংলাদেশের উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন কোভিড মহামারির প্রভাবে সাময়িক বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রেকর্ড ৮ দশমিক ১৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন হলেও করোনা ভাইরাস মহামারির কারণে তা হ্রাস পেয়ে ৫ দশমিক ২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। গত অর্থবছরে বাংলাদেশ ৫ দশমিক ২ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। যা ছিল এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ। তার ভাষায়, কোভিড পরবর্তী উত্তরণের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আগামী অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ৭ দশমিক ২ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জনে নিম্নমুখিতার জন্য অর্থমন্ত্রী করোনা ভাইরাসকে দায়ি করলেও বিষয়টিকে আংশিক সত্য বলে মনে করেছেন অর্থনীতিবিদরা। কারণ, প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণই ছিল বাস্তবতাবিবর্জিত। তাই করোনার দোহাই দিয়ে বাস্তবতাকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই।

অর্থমন্ত্রী বলেছেন, বিশ্ব ব্যাংক পূর্বাভাস দিয়েছে, আগামী বছর বাংলাদেশ ৫ দশমিক ১ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি পেতে পারে। আর আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল-আইএমএফ দাবি করেছে, বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি আগামী বছর হতে পারে সাড়ে ৭ শতাংশ। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ৭ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপন দিয়েছে, যা সরকারেরও লক্ষ্য। কিন্তু সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এসব আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলাদেশের জিডিপির লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে যে উচ্চাশা করেছে তা সরকারের অতিমাত্রার ঢাকা-ঢোল পেটানোরই ফল। অর্থনীতিবিদরা এই দাবির কোন সারবত্তা খুঁজে পাচ্ছেন না। তাই অর্থমন্ত্রীর দাবি ও আশাবাদ যে বাস্তবতার মুখ দেখবে না তা মোটামোটি নিশ্চিত করেই বলা যায়। ফলে জিডিপি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন আগামী দিনেও অতীত বৃত্তেই আটকা পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

বাজেটের ঘাটতি দেখানো হয়েছে জিডিপির ৬.২ শতাংশ। মূল্যস্ফীতি ধরা হয়েছে ৫.৩ শতাংশ। প্রস্তাবিত বাজেট এবং প্রবৃদ্ধির হার বাস্তবতা বিবর্জিত ও কল্পনা নির্ভর বলে মনে করছেন অর্থনীতি সংশ্লিষ্টরা। বাজেটে আয় ও ব্যয়ের মধ্যে বিশাল ব্যবধান স্পষ্টতই দৃশ্যমান। আর চলতি বাজেটের অধিকাংশই সরকার বাস্তবায়ন করতে পারেনি। তাই প্রস্তাবিত বাজেটে কথামালার ফুলঝুড়ি থাকলেও সাধারণ মানুষ তাতে মোটেই আশ্বস্ত হতে পারছেন না বরং প্রস্তাবিত এই বাজেটকে বাস্তবতাবিবর্জিতই মনে করছেন। বাজেটে মোট এডিপি ধরা হয়েছে ২ লক্ষ ২৫ হাজার ৩২৪ কোটি টাকা, রাজস্ব খাতে আয় ধরা হয়েছে ৩ লক্ষ ৮৯ হাজার কোটি টাকা। গত অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব সংগ্রহের। এটি অর্জন সম্ভব নয় জেনে পরে লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে ৩ লাখ ১ হাজার কোটি টাকা করা হয়। কিন্তু গত ১০ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) রাজস্ব সংগ্রহ হয়েছে মাত্র ১ লাখ ৯৭ হাজার ৫৮৩ কোটি টাকা। সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা থেকেও সংগ্রহ ১ লাখ ৩ হাজার ৪১৭ কোটি টাকা কম, যা আদায় করার কথা মে ও জুন এ দুই মাসে। যা কখনোই সম্ভব নয়। তাই ঘোষিত বাজেট অতীত ও চলমান বৃত্তে আটকা পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বাজেট প্রতিক্রিয়ায় বলা হয়, প্রস্তাবিত বাজেটের সার্বিক দিক বিবেচনায় সামষ্টিক কাঠামো তথা রাজস্ব আয়, ব্যয় এবং বিনিয়োগ ইত্যাদির যে কাঠামো দেয়া হয়েছে, তা মোটেই বাস্তবসম্মত হয়নি। রাজস্ব কাঠামোতে বড় ধরনের কোন পরিবর্তন নেই। প্রস্তাবিত বাজেটের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে হলে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৩০ শতাংশ বাড়ানো দরকার। কিন্তু তাও বাস্তবসম্মত নয়। প্রতিক্রিয়ায় আরও বলা হয়, করোনা মোকাবিলা এবং করোনা থেকে ফিরে অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করার জন্য যে বাজেট প্রয়োজন ছিল, প্রস্তাবিত বাজেটে তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়নি। সামগ্রিক বিবেচনায় মনে হয়-করোনাকালীন এ বাজেট দুর্বল ও গতিহীন। বিধায় তা বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা আমাদেরকে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে পারে। ঘোষিত বাজেটে আয়করের সীমা ওপরের দিকে বাড়ানো হয়নি। একইভাবে নিচের দিকের সীমা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। এর ফলে কর ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। নিচের দিকে আয়করের সীমা আর একটু বাড়ালে ভোগ ব্যয় বাড়তো। তা বিনিয়োগে সহায়তাও করতে পারতো। অর্থাৎ পুনরুদ্ধারে সহায়তা করতে পারতো। সরকারি ব্যয়ের বর্ধিত বরাদ্দে দেখা যাচ্ছে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জনপ্রশাসনে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। পাবলিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও একটা বর্ধিত বরাদ্দ দেখা যাচ্ছে। খাতওয়ারি বিষয়ের মধ্যে সবার আগে আসে স্বাস্থ্যখাত। স্বাস্থ্যখাতের মূল বিষয় এখন টিকাদান। করোনা কতদিন থাকবে কেউ জানে না। তাই বিষয়টি নিয়ে সময়োচিত ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা দরকার। কিন্তু বিষয়টি ঘোষিত বাজেটে উপেক্ষিত থেকেছে।

করোনা থেকে মুক্তি না পেলে অর্থনীতিতে চাঞ্চল্য ফিরে আসবে না। সেজন্য সকলকেই টিকাদান কর্মসূচি আওতায় এনে সবার জন্য টিকা নিশ্চিত করা দরকার। কিন্তু ঘোষিত বাজেটে তার কোন নিশ্চয়তা রাখা হয়নি। কারণ, টিকাদানের জন্য বাজেটে ১০ হাজার কোটি টাকা রাখা হয়েছে, কিন্তু তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর জন্য এই বরাদ্দে সবার জন্য টিকা নিশ্চিত করা যাবে না। বাজেটে স্বাস্থ্যখাতের বরাদ্দ গত বছরের মতোই রাখা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে স্বাস্থ্যখাতের বরাদ্দ জিডিপির দশমিক ৮৩ শতাংশ ছিল। এ বছরেও দশমিক ৮৩ শতাংশ রয়েছে। কিন্তু এ বরাদ্দ আমাদের দেশের বিপর্যস্ত স্বাস্থ্যখাতের জন্য মোটেই যথাযথ হয়নি বরং প্রয়োজন বিবেচনায় পূর্ণর্মূল্যায়ন করা জরুরি ছিল।

ঘোষিত বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তাখাতে সামান্য কিছু ভাতা ও বরাদ্দ বেড়েছে। কিন্তু সেখানে আগের মতোই সরকারি কর্মচারীদের পেনশন

রয়েছে। এখানে পেনশন যতোটা বেড়েছে, সামাজিক নিরাপত্তার আসল যে অংশ সেখানে নিট ততোটা বাড়েনি। সুতরাং এখানে বরাদ্দ আরও বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা থাকলেও তা বরাবরের মতোই উপেক্ষিত হয়েছে। ফলে ঘোষিত বাজেটকে সার্বিকভাবে গণমুখী বলার কোন সুযোগ নেই।

ঘোষিত বাজেটে কিছু ইতিবাচক দিকও রয়েছে। নতুন বাজেটে অর্থায়নের ক্ষেত্রে কয়েকটি কাঠামোগত পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। বিদেশি ঋণের কথা বলা হয়েছে। এটা বেশ ইতিবাচক। রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে যেসব নীতিমালা করা হয়েছে, সেখানে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে নয় প্রতিষ্ঠানকে লক্ষ্য করে করা হয়েছে। এটাও ভাল উদ্যোগ। একইসঙ্গে এসএমইকে স্বল্পসুদে ঋণ দেয়া হবে। এটাও সমর্থনযোগ্য। কিন্তু বিশাল এই বাজেটে এতটুকু ইতিবাচক দিক বিবেচনায় প্রস্তাবিত বাজেটকে গণমুখী ও বাস্তবসম্মত বলার কোন সুযোগ নেই বরং বাস্তবতাবিবর্জিত, উচ্চাভিলাষী ও কল্পনাবিলাসী বলায় অধিক যুক্তিযুক্ত মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা।

বাজেটের সবচেয়ে আলোচিত দিক হচ্ছে, মধ্যবিত্ত ও নতুন দরিদ্রদের নিয়ে কোনো দিকনির্দেশনা না থাকা। এ নিয়ে অর্থনীতিবিদরা বেশ সরব। তারা তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন। অন্যদিকে, বাজেটকে অর্থমন্ত্রী পুরোপুরি ব্যবসা বান্ধব বললেও এর সুফল সাধারণ মানুষ পাবে কিনা, তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ রয়েছে। কারণ, ব্যবসায়ীরা যত সুবিধা পায় তার খুব সামান্যই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে। বেশির ভাগ সুবিধাই তারা নিজেদের জন্য কুক্ষিগত করে রাখে। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ানোর জন্য বাজেটে ব্যাপক সুবিধা রাখার বিষয়টি প্রশংসা পেলেও নতুন দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য কোনো কিছু না থাকার বিষয়টি সমালোচিত হচ্ছে। আমাদের কথা হচ্ছে, বাজেটে শুধু উঁচু ও নিচু শ্রেণির কথা ভাবলে হবে না, বিপুল সংখ্যক নিম্ন ও মধ্যবিত্তের দুঃখ-দুর্দশার বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে। এই শ্রেণি যদি ধসে যায়, তবে উন্নয়ন-অগ্রগতি, মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতার চরম ঘাটতি দেখা দেবে। পরিবার ও সমাজ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে। মূল্যবোধ ও নীতি-নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটবে। এর প্রভাব রাষ্ট্রের উপর পড়বে। এ উপলব্ধি থেকেই সরকারকে বাজেটে মধ্যবিত্ত ও নতুন দরিদ্রদের রক্ষায় সহায়তামূলক কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এখনো যেহেতু সময় আছে, তাই বাজেটে এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রেই সমাধান

সারা বিশ্ব এক ভয়াবহ পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। করোনা মহামারিতে এরই মধ্যে প্রায় ১৭ কোটি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে। প্রাণ গেছে প্রায় ৩৩ লাখ মানুষের। এমন নির্মম বাস্তবতার ভেতরেও আমাদের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরাইলের বর্বর বোমা হামলা।

এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে শত শত নিরীহ-নিরস্ত্র ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। নিহতদের একটি বড় অংশ নারী ও শিশু। বিশ্ববিবেক এ ধরনের বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে, বিশ্বের প্রায় ৮০০ কোটি জনসংখ্যার ভেতর মাত্র ৪৫ লাখ ফিলিস্তিনির বসবাসের জন্য গত ৭৩ বছরেও এই পৃথিবীতে কোনো জায়গা হলো না। অথবা আরেকটু পরিষ্কার করে বলতে হয়, তাদের বসবাসের জায়গা দখল করে নেওয়া হয়েছে। আর বিশ্ব রাজনীতি এর মানবিক দিকটি দিনের পর দিন উপেক্ষা করে চলেছে।

এ সময়ে হয়তো অনেক বড় আকারে হামলা হয়েছে। কিন্তু বছরের কোনো দিনই ফিলিস্তিনিরা বোধকরি স্বস্তির সঙ্গে পার করেন না। সব সময়ই তাদের ইসরাইলি হুমকি-ধমকির মুখে দিন অতিবাহিত করতে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানি ও ইউরোপ থেকে বিতাড়িত ইহুদিদের জন্য একটি জায়গা করে দিয়েছিল ব্রিটিশরা। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানেই তারা ফিলিস্তিনিদের ভূমিতে ভাগ বসায়। এ নিয়ে আরবরা খুব ক্ষুব্ধ ছিল, এমনকি ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধেও নেমেছিল। সে যুদ্ধে আরবরা পরাজিত হওয়ার পর ইসরাইলিরা আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে এবং বেশি ভূমি দখল করে নেয়। জাতিসংঘের প্রস্তাব অনুযায়ী ফিলিস্তিনের জন্য ৫৬ শতাংশ জায়গা বরাদ্দ করা হলেও আরব যুদ্ধের পর ইসরাইলিরা ৭৬ শতাংশ জমি দখল করে নেয়। সামরিক শক্তিতে বলীয়ান ইসরাইল গত ৭০ বছর যাবৎ কোনো ফিলিস্তিনিকে একটি রাতের জন্যও নিশ্চিন্তে ঘুমানোর মতো অবস্থায় রাখেনি। জাতিসংঘ ইসরাইলিদের ফিলিস্তিনে জায়গা করে দিল; কিন্তু প্রতিশ্রুত ফিলিস্তিন রাষ্ট্র আজও প্রতিষ্ঠিত হলো না। ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস ২০১১ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ বরাবর সদস্যপদের জন্য আবেদন করেন। সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১২ সালের ২৯ নভেম্বর ফিলিস্তিনকে একটি পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়া হয়, পূর্ণ সদস্য নয়। ফিলিস্তিনিদের প্রতি বিশ্ব সভ্যতার এই হলো যুগ যুগ ধরে করে আসা আচরণ।

বরাবরের মতোই এটি একটি একতরফা আক্রমণ। ফিলিস্তিনিরা স্বাধীনভাবে বাঁচতে চায়। ইসরাইলকে নিশ্চিহ্ন করার কোনো ইচ্ছা তাদের থাকার কথা নয়। একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরলেই বোঝা যাবে এটি একটি অসম যুদ্ধ। ইসরাইলের প্রায় ৯০ লাখ নাগরিকের মধ্যে ১ লাখ ৭০ হাজার হলো নিয়মিত এবং সক্রিয় সামরিক বাহিনীর সদস্য। আরও ৩০ হাজার নাগরিক আছেন, যারা প্রয়োজনে যুদ্ধ করার মতো প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এর বিপরীতে ফিলিস্তিনি হামাস সদস্যদের হিসাবে নিলেও তা ৩০ হাজারের বেশি হবে না। ইসরাইলের বিমান বাহিনীতে ৩৪ হাজার সৈন্য কাজ করে। তাদের আছে ৭০০ বোমারু বিমান। বিপরীতে ফিলিস্তিনিদের এর কিছুই নেই। নৌবাহিনীর তুলনা তো আরও বিস্ময়কর। ইসরাইল নেভিতে ১০ হাজার সৈন্য আছে। ৮টি মিসাইল বোট, ৫টি সাবমেরিন আর ৪৫টি পেট্রোল বোট নিয়ে ইসরাইলের নৌ-ব্রিগেড। অপরদিকে ফিলিস্তিনিদের গাজায় কিছু মাছ ধরার নৌকা ছাড়া আর কিছুই নেই। ভৌগোলিক আয়তনটিও তুলনীয় নয়। ফিলিস্তিনের অধীনে থাকা জমির পরিমাণ এখন মাত্র ৬ হাজার বর্গকিলোমিটার। ইসরাইলের দখলে রয়েছে ২২ হাজার বর্গকিলোমিটার ভূমি। অর্থনৈতিক দিক থেকেও ফিলিস্তিন অনেকখানি দুর্বল। ২০১৯ সালের হিসাব অনুযায়ী ফিলিস্তিনের বার্ষিক জিডিপি মাত্র ১৬ বিলিয়ন ডলার, যেখানে ইসরাইলের বার্ষিক জিডিপি ৪৪০ বিলিয়ন ডলার। ফিলিস্তিনি জনগণের মাথাপিছু আয় বার্ষিক ৩ হাজার ৫০০ ডলার, যেখানে ইসরাইলিদের মাথাপিছু আয় প্রায় ৪৫ হাজার ডলার। তুলনা করলে দেখা যাবে, ফিলিস্তিনিদের চেয়ে ইসরাইলের মাথাপিছু আয় প্রায় ১৫ গুণ বেশি। ২০২০ সালে ইসরাইলের সামরিক বাজেট ছিল ২০ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার, যা ফিলিস্তিনের বার্ষিক

জিডিপির চেয়েও ২৫ শতাংশ বেশি। শক্তির তুলনা চলে কি? হ্যাঁ, একটি বিষয়ে ফিলিস্তিনিরা এগিয়ে, আর তা হলো স্বাক্ষরতার হার। পৃথিবীর গড় স্বাক্ষরতার হার প্রায় ৮৬ শতাংশ; আরব বিশ্বে তা ৭৫ শতাংশের বেশি নয়। ইসরাইলে এই হার ৯১ শতাংশ আর ফিলিস্তিনে তা ৯৬ শতাংশ। কিন্তু স্বাক্ষরতার হার দিয়ে তো যুদ্ধ করা যাবে না। শক্তিধর দেশ হিসাবে ইসরাইলই ফিলিস্তিনিদের উৎখাত করতে চাচ্ছে। ইসরাইলের দীর্ঘ ৭৩ বছরের আগ্রাসী মনোভাব আমাদের তাই ভাবতে শিখিয়েছে।

ফিলিস্তিনিরা কোনোকালেই বিশ্ববাসীর কাছে সুবিচার পায়নি। হত্যাকাণ্ডের নিন্দা হয়, হত্যা বন্ধের আহ্বান জানানো হয়- ব্যস, এ পর্যন্তই। ঝরে যাওয়া প্রাণ ও সম্পদের কোনো সুরাহা হয় না। যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হওয়ায় বর্তমান যুদ্ধও হয়তো থেমে যাবে। কিন্তু ফিলিস্তিনিদের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব কেউ করবে না। যুগ যুগ ধরে ইসরাইলি অত্যাচারের দুটি দিক আলোচনায় এসেছে। প্রথমটি হলো আরব বিশ্বের দুর্বলতা। আরব বিশ্বের ২২টি দেশের নেতৃত্বে কোনো ধরনের পারস্পরিক বিশ্বাস ও সমঝোতা নেই। কোনো রাষ্ট্রনেতাই পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্রের সাক্ষ্য বহন করেন না। ফলে আরব বিশ্বের সাধারণ মানুষের আবেগ-অনুভূতিকে তারা আমলে নেন না। এ কারণে ফিলিস্তিন ইস্যুকে কেউ আন্তরিকভাবে বিবেচনা করেন না। অন্য কারণটি হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আমরা অনেকেই মার্কিন নির্বাচন নিয়ে আগ্রহ দেখাই। শুধু দেখাই না, কোনো কোনো পক্ষকে সমর্থনও করি। সে হিসাবে গেল নির্বাচনে জো বাইডেনের একটা সমর্থন সারা বিশ্বেই ছিল। কিন্তু মার্কিন রাজনীতির মূল বৈশিষ্ট্য হলো অভ্যন্তরীণ রীতিনীতির বেলায় যত দ্বিমতই থাকুক না কেন, পররাষ্ট্রনীতির বেলায় তারা একাট্টা। সর্বশেষ ইসরাইলি হামলাকে কিন্তু জো বাইডেন সমর্থন করেছেন। শুধু তাই নয়, ইসরাইলের জন্য ৭৫ কোটি ডলারের অস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থাও করেছে বাইডেন প্রশাসন। আরও দেখার বিষয় হলো, বিগত বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলের জন্য প্রতিবছর ৩০০ কোটি ডলারের সাহায্য বরাদ্দ রেখেছে। যুক্তরাষ্ট্রের এই ইসরাইলপ্রীতি ইসরাইলের জন্মের পর থেকে আজতক অব্যাহত আছে। ১৯৪৮ সালের ১৪ মে ফিলিস্তিনে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেন। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে সিরিয়ার গোলান মালভূমি ও মিসরের সিনাই দখল করে নেয় ইসরাইল। সেই ভূমি উদ্ধারে ১৯৭৩ সালে সিরিয়া ও মিসরের নেতৃত্বে ইসরাইলের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সামরিক অভিযান চলে। যুদ্ধে ইসরাইল কোণঠাসা হয়ে পড়লে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ইসরাইলকে অত্যাধুনিক অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করেন। ১৯৮৭-১৯৯১ সালে ফিলিস্তিনিরা ইসরাইলের ওপর প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তা দমন করার জন্য সে সময়কার মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান ইসরাইলকে কৌশলগত সহায়তা প্রদান করেন। ১৯৯৬ সালের ১৮ এপ্রিল লেবাননে জাতিসংঘের একটি ভবনে হামলা চালিয়ে ১০৬ জন লোককে হত্যা করে ইসরাইলি সেনারা। মার্কন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন তা সমর্থন করেন। ২০০০ সালে বিক্ষোভের কারণে ইসরাইলি সৈন্যরা ৭ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করে। গাজা ও পশ্চিমতীরে বিমান হামলা চালায় ইসরাইল। সে সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ইসরাইলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে গাজায় সেনা অভিযান চালায় ইসরাইল। সে সময়ের মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ এ সেনা অভিযানকে সমর্থন করে হামাসের ওপর দোষ চাপান। ২০১৪ সালের জুলাইয়ে গাজায় ইসরাইল যে বোমা হামলা চালায়, তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সেটিকে ইসরাইলের আত্মরক্ষা বলে সমর্থন করেন। ২০১৮ সালে গাজায় বিক্ষোভকারীদের হত্যাকে সমর্থন করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই হলো যুক্তরাষ্ট্রের ফিলিস্তিন নীতি। এক্ষেত্রে রিপাবলিকান আর ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। গত ছয় যুগেরও বেশি সময় ধরে আমরা যা প্রত্যক্ষ করছি তা হলো, ফিলিস্তিনিদের ওপর আক্রমণ হওয়ার পর শুরু হয়ে যায় ইতিহাসভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের বিরোধকাহন। ইতিহাসচর্চা করা কোনো দোষের নয়। কিন্তু তা কেবল চর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে কোনো ফল পাওয়া যায় না। এখনো কথা হচ্ছে ফিলিস্তিনে ফাতাহ-হামাস দ্বন্দ্বের বিষয়ে। কোনো সন্দেহ নেই, ফাতাহ চায় সমঝোতার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে, আর হামাস কোনো ধরনের আপসে রাজি নয়। আমরা এ বিরোধে যেতে চাই না। আমাদের স্পষ্ট কথা হলো, যে কোনো কারণে ইসরাইল নিরীহ-নিরস্ত্র জনগণকে নির্বিচারে হত্যা করতে পারে কিনা? শেষ প্রশ্নটি হলো, ফিলিস্তিনি জনগণ পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকার অধিকার রাখে কিনা? যদি রাখে, তাহলে ফিলিস্তিনিদের জন্য একটি স্বাধীন আবাসভূমি নিশ্চিত করতে হবে, নিশ্চিত করতে হবে এই নির্যাতিত জাতির নিরাপত্তা। এই নিরাপত্তার দায়িত্ব জাতিসংঘকেই নিতে হবে, কারণ জাতিসংঘই ইসরাইলিদের স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল এবং তা ফিলিস্তিনের মাটিতে। আমরা ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে বিভাজিত করতে চাই না, চাই মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে।

শাহ আব্দুল হান্নান স্মরণে

প্রেরণার বাতিঘর শাহ্ আব্দুল হান্নান

শাহ আব্দুল হান্নান একটি নাম, একটি বিস্ময়কর ইতিহাস। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ শাহ আব্দুল হান্নান ছিলেন বাংলাদেশে অর্থনীতির মুক্তিসূর্য। যুগন্ধর প্রতিভার এই মানুষ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের অন্যতম উদ্যোক্তা ও সাবেক চেয়ারম্যান, দিগন্ত মিডিয়া করপোরেশনের চেয়ারম্যান, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম উদ্যোক্তা-প্রতিষ্ঠাতা এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ছিলেন।

এদেশের প্রশাসনের কাছে ও ধর্মপ্রাণ মানুষের হৃদয়ে শাহ আব্দুল হান্নান এক মাইলফলক, মাইলস্টোন এবং ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিত্ব। এমন সৎ-নিষ্ঠাবান, নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত, সত্য-ন্যায়ের ধ্বজাধারী প্রশাসক এশিয়া মহাদেশে বিরল। সর্বজ্ঞানে গুণান্বিত একজন বাতিঘর ও আলোক মশাল। এক অনুপম ও দুর্লভ প্রতিভার অধিকারী স্বকীয় সৃজনশীল কল্যাণকামী মৌলিক সৃষ্টি ও বক্তব্যে তিনি দক্ষ সুনিপুণ ও কালোত্তীর্ণ মহান শিক্ষক। একাধারে কুরআন, হাদীস, ফিকহ, বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, দর্শন ও অর্থনীতিসহ সাহিত্য-সংস্কৃতির সকল বিষয়ে তিনি ছিলেন ক্ষুরধার আদর্শ পণ্ডিত।

স্কুলের আঙিনায় থাকাকালেই তিনি দীনের একজন বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ও দা'য়ী হিসেবেই পরিচিত হন। উচ্চমাধ্যমিক পেরিয়ে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগের বাসনা নিয়ে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু সেখানে তার নিজের চিন্তা ও সিদ্ধান্ত কাজে লাগাতে পারেননি। দায়িত্বশীলদের পরামর্শক্রমে ভর্তি হন তৎকালীন পুরান ঢাকার জগন্নাথ কলেজে। উদ্দেশ্য একটাই- সেখানে সংগঠন কায়েম করতে হবে। ডিগ্রিতে ভর্তির পর নতুন চিন্তা-চেতনা নিয়ে কাজ শুরুর পাশাপাশি লেখাপড়াও অব্যাহত থাকে। ডিগ্রিতে ফাইনাল পরীক্ষায় অংশ নেন তিনি। প্রকাশিত ফলাফল হলো সারা দেশে তিনি ২য় স্থান অধিকার করেন। এভাবে তার জীবনের ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল হতে থাকেন। সফল মানুষের পথচলা এখান থেকে নতুন করে শুরু হয়। এরপরের বছরই প্রাদেশিক সেক্রেটারি জেনারেল মনোনীত হন। এরপর মাষ্টার্সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে ১ম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর ১৯৬৩ সালে পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিসে যোগদান করেন। প্রশাসনের এ গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে বিভিন্ন বড় বড় দায়িত্ব পালন করেন তিনি এবং ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশের একজন ব্যতিক্রমধর্মী ক্যাডার সচিব থাকা অবস্থায় অবসর জীবনে চলে যান। মুমিনের কখনো অবসর হয় না। শাহ আব্দুল হান্নান তার দীর্ঘ বর্ণিল জীবনে দেশ, জাতি, মানবতার জন্য বিলিয়ে দিয়েছেন অবলীলায়। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ অসুস্থ হবার আগেও ভীষণ ব্যস্ত ও রুটিন মাফিক জীবন পরিচালনা করতেন। শাহ আব্দুল হান্নান ছিলেন প্রথিতযশা একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত, আন্তর্জাতিক মানের ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, লেখক, অর্থনীতিবিদ ও সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের একান্ত বন্ধু। তিনি তার বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব ছিলেন। এর আগে কালেক্টরেট, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর, দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একসময় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। তখন তিনি জাতীয় রাজস্ব বৃদ্ধির পরিকল্পনায় প্রথম ভ্যাট পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে বিরাট খ্যাতি অর্জন

করেন। এছাড়া তিনি দারুল এহসান, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা ছিলেন। চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা ক্যাম্পাসের প্রধান দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন এবং ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি রাবেতা, ইবনে সিনা ইসলামিক সেন্টারসহ আরও সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্থা ও সংগঠনের সাথে কাজ করেছেন। স্বপ্নচারী এ মনীষীর জীবনের একটি স্বপ্ন ছিল এদেশে সুদবিহীন ব্যাংক ব্যবস্থা কীভাবে চালু করা যায়। তার এ স্বপ্ন দীর্ঘদিন যাবৎ লালন করে ইসলামিক ইকোনমিক রিসার্চ ব্যুরো গঠন করেন। সময় যেতে থাকে, শাহ আব্দুল হান্নানও এ ব্যাপারে পাতার আড়ালে থেকে সরকারি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকার পাশাপাশি এগিয়ে যান অভীষ্ট লক্ষ্যে। অবশেষে ইসলামী ব্যাংকের আবেদন ১৯৮৩ সালে তৎকালীন সরকারের সুমতি হয়ে মাত্র কয়েকদিনের জন্য সুযোগ দেন। বলা হয়, এ সময়ের মধ্যে জামানত জমা দিয়ে পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা করতে পারলে ইসলামী ব্যাংকের অনুমোদনের সুযোগ এদেশে দেয়া হবে। যে কথা সেই কাজ, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহযোগিতায় দেশ-বিদেশের অনেকের আর্থিক সমন্বয়ের মাধ্যমে ঐ বছরই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ অনুমোদন ও কার্যক্রম শুরু করে। শাহ আব্দুল হান্নানের চিন্তা ও স্বপ্ন বাস্তবায়ন অনেক জায়গাতেই সম্ভব হয়েছে।

শাহ আব্দুল হান্নান ইসলামী অর্থনীতির আন্দোলনের পাশাপাশি মেধাবীদের গাইড দেয়া এবং ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতির আন্দোলনের ক্ষেত্রে নতুন এক গতি সঞ্চার করেন। তিনি বড় কবি-সাহিত্যিক না হলেও হাজার হাজার কবি-সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছেন। পাশাপাশি মিডিয়ার ক্ষেত্রে সাংঘাতিক গুরুত্ব দিয়েছেন। যার ফলে মিডিয়ায় বিরাটসংখ্যক সাংবাদিক, কলামিস্ট তৈরির ক্ষেত্রে তিনি ভূমিকা রেখেছেন। তিনি সাহিত্য-সাংস্কৃতির কোনো প্রোগ্রাম বাদ দিতেন না। প্রোগ্রামের কথা জানানোর সাথে সাথে ডায়েরিতে যথাযথভাবে সময় লিখে নিতেন। সেমিনারে কোনোদিন বিলম্ব করতেন না। যথাসময়ে হাজির হতেন। এদেশের মধ্যে সাহিত্য-সংস্কৃতির পুরোধা ব্যক্তিরা প্রধান অতিথি হলে দেখা যায় প্রোগ্রাম চলাকালে বা শেষ দিকে আসেন। সেক্ষেত্রে শাহ আব্দুল হান্নান ছিলেন এক ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ। যথাসময়ে সবার আগে উপস্থিত হয়ে সময়ানুবর্তিতার ব্যাপারটি সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতেন। তিনি ইসলামী সংস্কৃতি নিয়ে চমৎকার বক্তব্য দিতেন।

শাহ আব্দুল হান্নান ছিলেন এ জাতির একজন নিভৃত অভিভাবক। শুধু মুসলমান নয়, অন্যান্য ধর্মের লোকেরাও তাকে ভীষণ রকম পছন্দ করতেন। তিনিও সবার সাথে অবলীলায় মিশে যেতেন। একজন অভিভাবক হতে হলে সবার খোঁজখবর রাখা এবং সকলের সুখ-দুঃখের সাথী হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। সেক্ষেত্রে এদেশের সাধারণ জনতার মধ্যে ছাত্র-ছাত্রী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, ইতিহাসবিদ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সর্বোপরি মানুষের সাথে তার ছিল নিবিড় সম্পর্ক। অপরপক্ষে সকল পেশাদার মানুষ আসতেন জানার জন্য, শেখার জন্য, যথার্থ পরামর্শ পাওয়ার জন্য। অতি ব্যস্ততার মাঝেও তিনি কাউকে ফেরাতেন না। তিনি দিনমজুর থেকে শুরু করে সমাজের উঁচুমানের মানুষ সবার অবস্থা, বাস্তবতা অনুধাবনের ক্ষমতা রাখতেন। একজন মাদরাসা পড়ুয়া মাওলানা যখন তার কাছে আসতেন, তখন তার সাথে কুরআন-হাদীসের ভাষায় সেভাবে কথা বলতেন এবং তার সমাজে করণীয় দিকনির্দেশনা দেয়াই ছিল তার একান্ত কাজ। যেমন ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বা সাধারণ শিক্ষাবিদ কেউ এলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সেভাবে কথা বলতেন। সমসাময়িক বিষয় নিয়ে কীভাবে সমাধান ও উত্তরণ সম্ভব, পরামর্শ করে তাদের কেউ ঠিক এমন দিশারী হিসেবে পরামর্শ দিতেন।

শাহ আব্দুল হান্নান ছিলেন সৃজনশীল মানুষ। প্রভাব বিস্তারকারী লেখক। তাঁর গ্রন্থসমূহ এবং আত্মজীবনী 'আমার কাল, আমার চিন্তা' পড়লে তাকে কিছুটা উপলব্ধি করা যাবে। অন্তরের তাগিদে লেখা। যে ইন্সপাইরেশন বহু মানুষের জীবনে প্রভাবক হয়ে উঠেছিল। লেখাগুলো টেনে নেয় শিকড়ের কাছাকাছি। তরুণ প্রজন্ম আত্মপ্রত্যয়ী হয় এই লেখা থেকে। বর্তমানের সাথে অতীতকে মিলিয়ে দেখার সুযোগ করে দেয় এ লেখাগুলো। বহুদিন পরেও তাঁর বইয়ের পাতা ওল্টালে লেখাগুলোকে হয়তো অন্য রঙে আবিষ্কার করবেন পাঠক।

২০১৪ সালে বিশ্বসেরা ১০০০ ব্যাংকের তালিকায় মনোনীত হয় বাংলাদেশের একমাত্র ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড'। বৃটেনের শতাব্দী প্রাচীন আর্থিক ম্যাগাজিন 'দি ব্যাংকার' বিশ্বের এক হাজার শীর্ষ ব্যাংকের তালিকায় প্রথম বারের মতো বাংলাদেশের একমাত্র ব্যাংক হিসেবে ইসলামী ব্যাংকের নাম অন্তর্ভুক্ত করে। এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় জড়িতের মধ্যে তখন শাহ আব্দুল হান্নান একটি সাক্ষাৎকার দেন। ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে তিনি বলেছিলেন, ১৯৭৪ সালে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (আইডিবি) চার্টারে স্বাক্ষর করে বাংলাদেশসহ ২৮টি মুসলিম দেশ। পর্যায়ক্রমে নিজেদের দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামী মডেলে ঢেলে সাজাবার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয় সে চার্টারে। আর তখন থেকেই ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন জাগে তাঁদের মনে।

শাহ্ আব্দুল হান্নান ছিলেন সার্বক্ষণিক একজন দায়ী ইলাল্লাহ। পরিচিত যার সাথেই দেখা হতো কুশলাদির পরে তার প্রথম জিজ্ঞাসা হতো পবিত্র কুরআন মজিদ অর্থসহ পড়া হয়েছে কিনা। ইসলামী বিধিবিধান অনুযায়ী জীবন-জিন্দেগি পরিচালনা হয় কিনা। পারলে একটি ইসলামী বই ধরিয়ে দিতেন। ইসলামের আর্থিক বিধিব্যবস্থা নিয়ে গবেষণার জন্য তিনি ইসলামী ইকোনমিক রিসার্চ ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার একটি আরাধ্য ছিল 'জাকাত ও ওশর' বিষয়ে সহজবোধ্য একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা। এটি ২০২০ সালে ট্রাস্টের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়। দেশব্যাপী গ্রন্থটি দারুণভাবে সমাদৃত হয়েছে।

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব, লেখক, গবেষক, বুদ্ধিজীবী ও সাবেক সচিব শাহ্ আব্দুল হান্নান ২ জুন ২০২১ বুধবার সকাল ১০টা ৩৭ মিনিটে রাজধানী ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ইন্তিকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ যেন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন।

শাহ আব্দুল হান্নান এর ইন্তিকালে আমীরে জামায়াতের শোক প্রকাশ

জাতি একজন প্রতিথযশা অর্থনীতিবিদ এবং উদার মনের ইসলামিক ব্যক্তিত্বকে হারালো

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব জনাব শাহ আব্দুল হান্নানের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ২ জুন এক শোকবাণী প্রদান করেছেন।

শোকবাণীতে তিনি বলেন, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব জনাব শাহ আব্দুল হান্নান আজ ২ জুন সকাল ১০টা ৩৭ মিনিটে রাজধানী ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি বেশ কিছু দিন যাবত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

তিনি বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে অত্যন্ত সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ইবনে সিনা ট্রাষ্ট এবং দিগন্ত মিডিয়া কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি ছিলেন একজন ইসলামিক স্কলার। সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি তার ক্ষুরধার বক্তব্য তুলে ধরতেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন-যাপন করতেন। তাঁর ইন্তেকালে জাতি একজন প্রতিথযশা অর্থনীতিবিদ এবং উদার মনের ইসলামিক ব্যক্তিত্বকে হারালো। তাঁর শূন্যস্থান সহজে পূরণ হবার নয়। আমি তাঁর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজন, সুধী-শুভাকাঙ্ক্ষী ও সহকর্মীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

মাহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন। তাঁর নেক আমলসমূহ কবুল করুন। তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসে সিদ্দিকিন-সালেহীনদের সাথে অন্তর্ভূক্ত করে নিন।

তাঁর শূন্যস্থান সহজে পূরণ হবার নয়

মতিউর রহমান আকন্দ

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব জনাব শাহ আব্দুল হান্নান ২ জুন সকাল ১০টা ৩৭ মিনিটে রাজধানী ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি বেশ কিছু দিন যাবত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রনালয়ের সচিব হিসেবে অত্যন্ত সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ইবনে সিনা ট্রাষ্ট এবং দিগন্ত মিডিয়া কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ছিলেন একজন ইসলামী স্কলার, গবেষক, লেখক, চিন্তাবিদ। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন-যাপন করতেন। পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিত্ব, সদালাপী, সদাচরন, কোমল ব্যবহার, নমনীয়তা তার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে অনন্য মর্যাদায় উন্নীত করেছে।

কয়েক মাস আগে তার সাথে সাক্ষাৎকালে তিনি অনেকগুলো বই ও নতুন বইয়ের একটি তালিকা দিয়ে ঐ গুলো পড়ার জন্য তাগিদ দিলেন। সেই সাথে চলমান পরিস্থিতির উপর আলোচনা ও পরামর্শ দিলেন। বললেন:

১. আমরা অন্যদের সাথে শক্তিতে পারবো না। তাদের অস্ত্র আছে, আর আমাদের পক্ষে অস্ত্র ব্যবহার সম্ভব নয় কারন এটা অনৈতিক। আমাদের নৈতিক শক্তি বাড়াতে হবে। নৈতিকতার বিজয় অবশ্যম্ভাবী।
২. আমাদেরকে উন্নত চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। চরিত্রের বিজয়ই আসল বিজয়।
৩. ব্যাপক পড়াশুনা করতে হবে। স্কলার হতে হবে।
৪. ব্যাপক সামাজিক কাজ করতে হবে। মানুষের কল্যানে ভূমিকা রাখতে হবে।
৫. অসংখ্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।
৬. সবসময়ই দাওয়াতী কাজ করতে হবে।
৭. নারীদের ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে হবে।
৮. কথা কম কাজ বেশী।
৯. ভালো আইনজীবী, ভালো ডাক্তার, ভালো শিক্ষক, ভালো লেখক, ভালো প্রকৌশলী হতে হবে। নিজ নিজ প্রফেশনে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে।
১০. যতটুকু সামর্থ আছে পুরোটাই কাজে লাগাতে হবে।

ইসলামী সমাজ বিনির্মানে তার ভূমিকা বলে শেষ করা যাবে না।

প্রতিটি প্রানীরই মৃত্যু আছে। আল্লাহ কাউকে অনন্ত জীবন দেননি। শাহ আব্দু হান্নান তার কর্মের মাঝে বেঁচে থাকবেন দীর্ঘকাল।

তার ইন্তেকালে জাতি একজন প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ এবং উদার মনের ইসলামিক ব্যাক্তিত্বকে হারালো। তার শূন্যস্থান সহজে পূরণ হবার নয়।

মাহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার গুনাহসমুহ ক্ষমা করে দিন। তার নেক আমলসমুহ কবুল করুন। তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসে সিদ্দিকিন সালেহীনদের সাথে অন্তর্ভুক্ত করে নিন। আমীন।

জাতীয়

মুহাম্মাদ ওয়াক্কাস ও মুহাদ্দিস আবু সাঈদের পরিবারের সাথে আমীরে জামায়াতের সাক্ষাৎ

যশোর-৫ আসনের সাবেক এমপি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের সভাপতি ও সাবেক ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মুফতি মুহাম্মাদ ওয়াক্কাসের পরিবারের সাথে এবং যশোর-২ (ঝিকরগাছা-চৌগাছা) আসনের সাবেক এমপি, যশোর পশ্চিম সাংগঠনিক জেলা শাখা জামায়াতের নায়েবে আমীর, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মুহাদ্দিস আবু সাঈদ মুহাম্মাদ শাহাদাৎ হোসাইনের পরিবারের সাথে ১০ জুন ২০২১ সাক্ষাত করেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান।

আমীরে জামায়াত মুফতি মুহাম্মাদ ওয়াক্কাসের কবর জিয়ারত করেন এবং পরিবারের সদস্যদের খোঁজ-খবর নেন ও তাদের সান্ত্বনা দেন। এ সময় তিনি মুফতি ওয়াক্কাসের প্রতিষ্ঠিত মসজিদ-মাদ্রাসা ও এতিমখানা পরিদর্শন করেন এবং দ্বীনি শিক্ষায় তাঁর অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

একই দিন তিনি যশোর-২ (ঝিকরগাছা-চৌগাছা) আসনের সাবেক এমপি, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মুহাদ্দিস আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করেন এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের খোঁজ-খবর নেন। মুহাদ্দিস আবু সাঈদ ছিলেন একজন জনপ্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি চারদলীয় জোট সরকারের আমলে এমপি থাকাকালে বহু স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা, ব্রীজ-কালভার্ট, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ করে এলাকায় ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেন। এ সময় তিনি তাঁর সেই অবদানের কথা স্মরণ করেন এবং তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

এ সময় আমীরে জামায়াতের সাথে ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলের পরিচালক জনাব মোবারক হোসাইন, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারি জনাব আজিজুর রহমান, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও খুলনা মহানগরী শাখা জামায়াতের আমীর মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, যশোর শহর সাংগঠনিক জেলা শাখা জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম রসূল, যশোর পূর্ব সাংগঠনিক জেলা শাখা জামায়াতের আমীর মাষ্টার মোঃ নূরুন্নবী ও বিশিষ্ট আইনজীবী এ্যাডভোকেট গাজী এনামুল হকসহ আরো অনেকে।

ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান

সরকারের পক্ষ থেকে যে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার ছিল তা করা হয়নি

- ডা. শফিকুর রহমান

ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের আঘাতে উপকূলীয় এলাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানোর আহবান জানিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ২৭ মে ২০২১ এক বিবৃতি প্রদান করেছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, "ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের প্রভাবে দেশের উপকূলীয় এলাকার সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালি, ভোলা, নোয়াখালি ও লক্ষ্মীপুরসহ ৯টি জেলার ২৭টি উপজেলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সংঘঠিত হয়েছে। ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, হাটবাজার জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয়েছে। জলোচ্ছ্বাস ও জোয়ারের পানিতে কৃষিজমি, মাছের ঘের, পুকুর ভেসে গেছে। উপকূলবর্তী অঞ্চলের বাঁধ ভেঙ্গে পানিবন্দি হয়ে পড়েছে লাখ লাখ মানুষ এবং বিপুল ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে। এমনিতেই মানুষ করোনা পরিস্থিতির কারণে মানবেতর জীবন-যাপন করছে। এর মধ্যে ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের আঘাতের ফলে তাদের জীবন আরো দুর্বিষহ হয়ে উঠবে।

ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যার মত দুর্যোগ মোকাবিলায় উপকূলীয় এলাকায় মানুষের পুনর্বাসন ও বাঁধ নির্মাণে সরকারের পক্ষ থেকে যে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার ছিল তা করা হয়নি। সবসময় এসকল এলাকার মানুষ অবহেলার শিকার হয়েছে। এমনকি এসকল ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য যে ত্রাণ বরাদ্দ দেয়া ও বিতরণ করা হয় তা পর্যাপ্ত নয়। উপকূলীয় এলাকার এসকল ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমরা সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গ এবং বিশেষ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সকল পর্যায়ের জনশক্তির প্রতি আহবান জানাচ্ছি।"

জয়পুরহাটে নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের নিন্দায় জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল

জুলুম-নিপীড়নের পরিণতি কখনো শুভ হয় না

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী জয়পুরহাট জেলা শাখার নায়েবে আমীর ড. মাওলানা হাফেজ রেজাউল করিম খানসহ ৫ জন নেতাকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার ৩ জুন ২০২১ এক বিবৃতি প্রদান করেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, "পুলিশ ২ জুন সন্ধ্যা ৭টায় জয়পুরহাট জেলা শাখার আমীর মাওলানা হাফেজ রেজাউল করিম খান, কালাই উপজেলা শাখার আমীর মাওলানা মুনসুর রহমান ও সেক্রেটারি জনাব আবদুর রউফ, কালাই উপজেলা শাখা জামায়াতের সাবেক আমীর অধ্যক্ষ তাইফুল ইসলাম ও কালাই উপজেলা শাখার ওলামা-মাশায়েখ বিভাগের দায়িত্বশীল মাওলানা মোজাফ্ফর হোসেনকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। গ্রেফতারকৃত নেতৃবৃন্দ কালাই উপজেলা শাখা জামায়াতের আমীর মাওলানা মুনসুর রহমানের বাসায় দলীয় বৈঠক করছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা বা ওয়ারেন্ট ছিলনা। সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে তাদেরকে গ্রেফতার

করা হয়েছে। আমি সরকারের এই অন্যায় গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

বিবৃতিতে তিনি আরো বলেন, জামায়াতে ইসলামী একটি নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক দল। দেশের সংবিধান অনুসারে যে কোনো বৈধ দলের দলীয় কার্যক্রম পরিচালনা করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে অন্যায় ও অগণতান্ত্রিকভাবে স্বৈরাচারী পন্থায় জামায়াতের ওপর অব্যাহতভাবে দমন-পীড়ন চালাচ্ছে। একটি বৈধ গণতান্ত্রিক দল হওয়া সত্ত্বেও সরকার বেআইনীভাবে দলীয় কার্যক্রমে বাধা দিয়ে জামায়াতে ইসলামীর ওপর জুলুম-নির্যাতন চালাচ্ছে। জামায়াতের নিয়মতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ এমনকি ঘরোয়া সভা-সমাবেশও বাধা দিচ্ছে। সারাদেশে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, দখলবাজি, ভর্তি বাণিজ্য ও সীটবাণিজ্য, আধিপত্য বিস্তার, দলীয় কোন্দলের কারণে খুন ও তান্ডব চালাচ্ছে। পুলিশ তাদের দমন না করে উল্টো নিরীহ জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করে হয়রানি করছে। জুলুম-নিপীড়নের পরিণতি কখনো শুভ হয় না।

গণতন্ত্র হরণকারী স্বৈরাচার সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার জন্য আমি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। সেই সাথে জুলুম-নিপীড়ন বন্ধ করে জয়পুরহাট থেকে গ্রেফতারকৃত ৫ নেতাসহ সারা দেশে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের গ্রেফতারকৃত সকল নেতা-কর্মীকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।”

ডুমুরিয়ায় ঘূর্ণিঝড় ইয়াসে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান

সরকারী ত্রাণের অপ্রতুলতার কারণে মানুষের দুর্ভোগ বেড়েই চলেছে

- অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, মানবতার কল্যাণ সাধনের উদ্দেশেই জামায়াতে ইসলামী কাজ করে যাচ্ছে। এটি মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব। তিনি বলেন, এবারের ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট অঞ্চলের মানুষের দুর্ভোগের শেষ নেই। কিন্তু সরকারের ত্রাণ তৎপরতার অপ্রতুলতার কারণে মানুষের দুর্ভোগ বেড়েই চলেছে। তিনি

বলেন, সরকারের দায়িত্ব ছিলো এ সব ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো। কিন্তু সরকারের উদাসীনতার কারণে এখনো ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলো উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সাহায্য-সহযোগিতা পায়নি। জামায়াতে ইসলামী তার সামর্থ্যের আলোকে এ সব মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। দুঃখ-কষ্টের সময় আল্লাহর সাহায্য চাইতে হয়। আল্লাহর রাসুল (সা.) এটাই শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে জাতিকে এ অবস্থা থেকে মুক্ত করতে ইসলামের সুমহান আদর্শের আলোকে ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তিনি সকলকে এই কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জামায়াতে ইসলামীর পাশে থাকার উদাত্ত আহবান জানান।

৩০ মে দুপুরে ডুমুরিয়া উপজেলার দক্ষিণাঞ্চলের আখড়া ও চাদগড় গ্রামে ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের প্রভাবে বেড়িবাধ ভাঙন ও প্লাবনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের হাতে নগদ অর্থসহায়তা প্রদানকালে তিনি এ আহবান জানান। এ সময় তিনি ২৬ মে উপকূলীয় অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় ইয়াসে যারা বসতবাড়ি, সহায়-সম্পত্তি হারিয়েছেন তা অপূরণীয় উল্লেখ করে বলেন, আপনাদের সকল ক্ষতি আমরা পূরণ করতে পারবো না। তবে আমাদের সামর্থানু-যায়ী আপনাদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। ইতোপূর্বেও সাধ্যমত এ অঞ্চলের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে জামায়াতে ইসলামী।

এ সময় সেক্রেটারি জেনারেলের সাথে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও খুলনা মহানগরী আমীর মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও খুলনা উত্তর জেলা আমীর মাওলানা এমরান হোসাইন, সেক্রেটারি মুন্সি মিজানুর রহমান, যুব সেক্রেটারি এডভোকেট আবু ইউসুফ মোল্লা, ডুমুরিয়া উপজেলা আমীর মাওলানা হাবিবুর রহমান, সহকারী সেক্রেটারি মাওলানা আজহার আলী, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উপজেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মনিরুল ইসলাম, শরাফপুর ইউনিয়ন বিএনপির আহবায়ক হেমায়েত হোসেন, শরাফপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর সভাপতি আব্দুল বারী, ইউনুচ হোসেন চান, মাস্টার লুৎফর রহমান, হারুন অর রশীদ প্রমুখ।

সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, আমরা আমাদের নৈতিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে মনের টানে আপনাদের কাছে ছুটে এসেছি। আমরা আপনাদের কল্যাণের জন্য আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে দোয়া করি। আপনারাও আমাদের জন্য দোয়া করবেন। বিশেষ করে জাতির প্রয়োজনে আমরা যেন সব সময় বিপন্ন মানবতার পাশে থাকতে পারি।

তিনি দুর্গত মানুষদেরকে বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করার আহ্বান জানিয়ে এবং পরিস্থিতি মোকাবিলায় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে সহযোগিতার চেয়ে দোয়া করে বলেন, দেশে করোনাকালীন সময় হতে অদ্যবধি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও শ্রমজীবী মানুষ অভাব অনটনে বেশ কষ্টে আছে। তার মধ্যে গতবার হলো ঘূর্ণিঝড় 'আম্পান'। তার ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার আগেই এবার আবার হলো 'ইয়াস'।

এ যেন 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা'। 'আম্পান' ও 'ইয়াস' এ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ পরিবার-পরিজন নিয়ে অর্ধাহরে-অনাহারে মানবেতর জীবন যাপন করছে। এমতাবস্থায় একটি দায়িত্বশীল ও আদর্শবাদী সংগঠন হিসেবে জামায়াতে ইসলামী নির্লিপ্ত থাকতে পারে না। তাই আমরা এসব মানুষের দুর্দশা লাঘবে সীমিত সামর্থ নিয়ে এগিয়ে এসেছি। আশা করি আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস এ সব দুর্গত মানুষের কিছুটা সহায়ক হবে। এই দুর্গত মানুষের জন্য আমাদের এই কল্যাণকামী কর্মসূচী আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

মিয়া গোলাম পরওয়ার আরো বলেন, প্রাকৃতিক এই দুর্যোগে দেশ পরিচালনায় সার্বিকভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে সরকার। তারা জনগণকে সুশাসন উপহার দিতে পারেনি। ক্ষমতাসীনরা আজ জনগণের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতেও ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বলেন, সয়াবিন ও পিঁয়াজসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির ফলে তা এখন সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। সীমাহীন দুর্নীতি ও লুটপাটের কারণে দেশের অর্থনৈতিক সেক্টর এখন ধ্বংসের মুখোমুখি। যা আমাদের এই সোনার বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্রের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

কুরআনের বিধানের আলোকে জাতি গঠনে সকলকে কাজ করতে হবে
- অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, আমাদের পরিচয় আমরা ইসলামী আন্দোলনের কর্মী। আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ায় ইসলামী খেলাফাত দানের ওয়াদা করেছেন। সেই শর্ত পূরণের লক্ষ্যে আজ সর্বত্র সৎ ও যোগ্য লোক তৈরীর সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। ইসলামী নেতৃত্বের জন্য একদিকে যেমন ইসলামের মূল উৎস কুরআন-হাদীসের সরাসরি জ্ঞান প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন আধুনিক জীবন ও জগত সম্পর্কীয় সমস্যা সমাধানের জ্ঞান। জামায়াতে ইসলামী সংগঠনকে এ সমস্যা সমাধানের জন্য একটি স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালন করতে হবে। সমাজের রেডিমেট নেতৃত্ব যেমন সমস্যার সমাধান নয়, তেমনি এজন্য আসমান থেকেও নেতৃত্ব নাযিল হবে না, পাতাল ফুঁড়েও বের হবে না। এই সমাজের সচেতন অংশের মধ্য থেকে মৌলিক মানবীয় গুণাবলীসম্পন্ন লোকদের রাসূলের তরিকায় যথার্থ প্রশিক্ষণদানে এবং মাঠে ময়দানে সক্রিয় ভূমিকা পালনের মাধ্যমেই এ সমস্যার সমাধান করতে হবে। মনে রাখতে হবে ইসলামী সমাজ

বিপ্লবের লক্ষ্যে পরিচালিত আন্দোলনের প্রধান কাজ নেতৃত্বের উপযোগী লোক তৈরী। আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল দিয়ে আন্দোলনে শরিক লোকদেরকে যোগ্যতা অর্জনের জন্যে পরিশ্রম ও নিরলস সাধনা করতে হবে। সেই সাথে কাতরকণ্ঠে আল্লাহর সাহায্য চাইতে হবে। খুলনা মহানগরী জামায়াতে ইসলামীর খালিশপুর পশ্চিম ও পূর্ব থানার কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ সব কথা বলেন। সম্মেলনটি ভার্চুয়াল জুম-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।

খুলনা মহানগরী কর্মপরিষদ সদস্য ও খালিশপুর পশ্চিম থানা আমীর হাফেজ আবুল বাশারের সভাপতিত্বে ও খালিশপুর পূর্ব থানা সেক্রেটারি মো. সোহেল রানার পরিচালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও খুলনা মহানগরী আমীর মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য ও মহানগরী নায়েবে আমীর মাস্টার শফিকুল আলম, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও মহানগরী সেক্রেটারি অধ্যাপক মাহফুজুর রহমান।

সেক্রেটারি জেনারেল আরো বলেন, বাংলাদেশে ৯০ ভাগ মানুষ মুসলমান অথচ এই সমাজকে তার আকিদা বিশ্বাসের জায়গা থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য সীমাহীন ষড়যন্ত্র চলছে। একজন মুসলমানের পারিবারিক জীবন, সমাজের সাথে তার ব্যবহার, মানুষের কল্যাণের জন্য সে কি ভূমিকা রাখবে বা মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহপাক মুসলিম হিসেবে তাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন সবকিছু ভুলিয়ে রাখার জন্য গভীর ষড়যন্ত্র বিদ্যমান। আমরা আল্লাহ তায়ালার গোলামী করার জন্য নিবেদিত। এ জন্য কুরআনের বিধানের আলোকে নিজেকে তৈরি করে দেশ, সমাজ ও জাতি গঠনে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো। যারা সব সময় আমাদের বিরোধিতা করছেন, আমরা তাদেরকে আমাদের বন্ধু, ভাই-বোনের মতো মনে করি। তাদের হেদায়াতের জন্য আমরা মহান রবের কাছে দোয়া অব্যাহত রাখবো।

অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার খুলনা মহানগরী শহীদদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, যে সকল ভাইদের দাওয়াত পেয়ে এ শহীদী কাফেলায় শরীক হয়েছিলাম আজ তাদের মধ্য থেকে অনেকেই আমাদের মাঝে নেই। খুলনা মহানগরীর শহীদরা তাদের বুকের তাজা রক্ত দিয়ে এ মহানগরীকে উর্বর করে রেখে গেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাদেরকে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান দান করুন।

ইসলামী রাষ্ট্রগঠন করতে হলে নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনী গড়ে তুলতে হবে

- অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, বাংলাদেশের অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জামায়াতে ইসলামী আদর্শভিত্তিক রাজনীতির সূচনা করে। এক সময় ‘ইসলামী রাজনীতিকে’ হারাম মনে করা হতো। জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক তৎপরতায় দেশের আলেম-ওলামা, ইসলামী ব্যক্তিবর্গ ইসলামের রাজনীতির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করতে হলে আদর্শিক মানসম্পন্ন নেতৃত্ব ও কর্মী বাহিনী গড়ে তুলতে হয়। এজন্য জামায়াতে ইসলামীর রয়েছে বিশাল সাহিত্য ভান্ডার। জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকায় ইসলামী রাজনীতির বিকাশ ঘটে। গঠনমূলক, নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক ভূমিকার মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় জামায়াতে ইসলামী। ইসলামকে জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা দেশবাসীর মনে আশার সঞ্চার করে। লক্ষ্য বাস্তবায়নে জামায়াতে ইসলামী আদর্শবান ও দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব তৈরি করছে।

তিনি বলেন, ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো অপর ভাইকে প্রাধান্য দেওয়া। যে সমাজে পারস্পরিক জীবনে অপরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, সে সমাজের পরিবেশ বিঘ্নিত হতে পারে না। ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা।

তিনি বলেন, ইসলামী আন্দোলনের একজন কর্মী হিসেবে আমাদের কথার সাথে কাজের মিল থাকতে হবে। যারা কথা অনুযায়ী কাজ করে না, আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন না। সমাজেও তাকে ঘৃণার চোখে দেখা

হয়। তিনি বলেন, অধিকার বঞ্চিত মানুষের নিকট আল্লাহর দেয়া ইনসাফ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনের জন্যই জামায়াতে ইসলামীর সৃষ্টি। জামায়াতে ইসলামীর একজন রুকন বা কর্মী হিসেবে জ্ঞান অর্জনের বিকল্প নাই। ০২ জুন ২০২১ বুধবার সকালে ভার্চুয়াল জুম এর মাধ্যমে যুক্ত হয়ে খুলনা মহানগরী জামায়াতের সদর উত্তর, দক্ষিণ ও লবণচরা থানার কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ সব কথা বলেন।

খুলনা সদর দক্ষিণ থানা জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা শেখ মো. অলিউল্লাহ এর সভাপতিত্বে ও সদর উত্তর থানা আমীর মো. হাফিজুর রহমানের পরিচালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও মহানগরী আমীর মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য ও মহানগরী নায়েবে আমীর মাস্টার শফিকুল আলম, কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার সদস্য ও মহানগরী সেক্রেটারি অধ্যাপক মাহফুজুর রহমান, সহকারী সেক্রেটারি এডভোকেট মুহাম্মদ শাহ আলম ও এডভোকেট শেখ জাহাঙ্গীর হুসাইন হেলাল। সমাপনী বক্তব্য রাখেন লবণচরা থানা আমীর মোল্লা নাসির উদ্দীন।

সেক্রেটারি জেনারেল আরো বলেন, ইসলামী আন্দোলনকে যারা দুনিয়ার জীবনের প্রধান কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করেছেন তাদের জন্য এ পথের আসল পাথেয় হলো আল্লাহর তায়ালা সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক। এ পথটা এমন অনিশ্চিত যে, যেকোন সময় বিনা বিচারে জেলে আটকে থাকতে হতে পারে। কিন্তু ঈমানদারের দু'টি বড় গুণ হলো বিপদে সবর তথা ধৈর্যধারণ করা, আনন্দ ও খুশির সময় আল্লাহ তায়ালার শোকর ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

তিনি বলেন, সকল মানুষের মধ্যে ইসলাম অনুসারী এ এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। দ্বীন ইসলামের উপর চলতে গেলে এবং এ পথে মানুষকে আহবান করতে গেলে বাতিলের পক্ষ থেকে জুলুম, নির্যাতন হবে। এটা সকল যুগেই এসেছে। আজও পর্যন্ত তা অব্যাহত আছে। এ সকল জুলুম নির্যাতনের মুখে ধৈর্যধারণ করা হলো ঈমানের দাবি।

পুলিশকে দলীয় কর্মীর মতো ব্যবহার করায় আইন-শৃঙ্খলা একেবারেই ভেঙে পড়েছে

- মিয়া গোলাম পরওয়ার

গত ১৩ জুন কুষ্টিয়া পৌরসভার কাস্টমস মোড়ে পুলিশের গুলীতে নারী ও শিশুসহ তিনজন নিহত হওয়ার ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, গত ১৩ জুন কুষ্টিয়া পৌরসভার কাস্টমস মোড়ে পুলিশের একজন এএসআইয়ের গুলীতে নারী ও শিশুসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। এমনকি শিশুটি জীবন বাঁচানোর জন্য মসজিদে ঢুকেও ঘাতকের গুলী থেকে রেহাই পায়নি। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায়িত্ব হলো মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কেউ যদি কোনো অপরাধ করে থাকে তাহলে তাকে আইনের আওতায় এনে শাস্তির বিধান করা পুলিশের নৈতিক দায়িত্ব। কাউকে বিনা বিচারে হত্যা করার লাইসেন্স তাদের দেয়া হয়নি। এভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে তিনজনকে গুলী করে হত্যা করার ঘটনা দেশবাসীকে হতবাক করেছে। এর নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদের জানা নেই।

১৪ জুন ২০২১ সোমবার দেয়া বিবৃতিতে তিনি বলেন, আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি, সম্প্রতি দেশে আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপক অবনতি ঘটেছে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় অহরহ গুম, খুন, হত্যা ও ধর্ষণের মতো জঘন্য ঘটনা ঘটছে। বিনা বিচারে মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে। ন্যায় বিচার না পাওয়ায় মানুষের মাঝে আইন হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পুলিশকে দলীয় কর্মীর মতো ব্যবহার করায় দেশের আইন-শৃঙ্খলা একেবারেই ভেঙে পড়েছে। এভাবে কখনো একটি দেশ চলতে পারে না। কুষ্টিয়ায় নারী-শিশুসহ তিন জন নিহত হওয়ার ঘটনায় জড়িত পুলিশ সদস্যের শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি আহবান জানান এবং সেই সাথে দেশব্যাপী সকল প্রকার গুম, খুন, হত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য তিনি সচেতন দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন

রাজধানীতে অগ্নিদুর্ঘটনা এখন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে - মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন

রাজধানীর মহাখালীর সাততলা বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে কয়েক শ' ঘর পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়েছে। ফলে ঘটনাস্থলে দেখা দিয়েছে মানবিক বিপর্যয়। এমতাবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত ও আশ্রয়হীন মানুষদের প্রতি সমবেদনা জানাতে ০৭ জুন ২০২১ সোমবার দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের আমীর মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন। তিনি পুরো বস্তি এলাকা ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে একান্তে কথা বলেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এবং জামায়াতের পক্ষ থেকে যথাসাধ্য সহযোগিতার আশ্বাসও দেয়া হয়। মহানগরী আমীর অগ্নিদুর্গতদের বিপদে ধৈর্য্যধারণের পরামর্শ দেন এবং সম্ভাব্য ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য মহান আল্লাহ তায়ালার রহমত কামনা করেন।

উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে সেলিম উদ্দিন বলেন, জামায়াত একটি গণমুখী, আদর্শবাদী ও কল্যাণকামী রাজনৈতিক সংগঠন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই আমরা আর্ত-মানবতা ও বিপন্ন মানুষের কল্যাণে সাধ্যমত কাজ করে যাচ্ছি। দেশ-জাতির ক্রান্তিকালে এবং সাধারণ মানুষের যেকোন সমস্যায় জামায়াত সবসময়ই ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। মানবতার কল্যাণে আমাদের এই ইতিবাচক তৎপরতা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে-ইনশা আল্লাহ।

মহানগরী আমীর বলেন, জামায়াত কোন গতানুগতিক রাজনৈতিক দল নয়। জামায়াত সাধারণ মানুষের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, বেকারত্ব দুরীকরণ, শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য, শিক্ষা উন্নয়ন, জনগণের মধ্যে মূল্যবোধের সৃষ্টি ও চর্চায় উদ্বুদ্ধকরণ সহ মানুষের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। একই সাথে আমরা সমৃদ্ধ জাতি গঠন ও ন্যায়-ইনসাফের সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি। তিনি দেশকে কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালানোর আহবান জানান।

তিনি বলেন, যেকোন দুর্ঘটনা আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা। তাই সকল বিপদ-আপদ ধৈর্য্যের সাথে মোকাবেলা করা প্রত্যেকের ঈমানী দায়িত্ব। আর বিপদগ্রস্থ মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আশা আপনার-আমার সকলেরই কর্তব্য। তিনি বিপদগ্রস্থ মানুষের কল্যাণে কাজ করতে সমাজের বিত্তবান মানুষসহ সংশ্লিষ্ট থানার সকল স্তরের জনশক্তির প্রতি আহবান জানান।

মহানগরী আমীর বলেন, রাজধানীতে অগ্নিদুর্ঘটনা এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বস্তিতে ২০১২, ২০১৫, ২০১৬ ও ২০২০ সালের ২৪ নবেম্বর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটি ঘটনার কারণ উদঘাটনে মোটেই সহায়ক হয়নি। তাই এবার গঠিত তদন্ত কমিটি যাতে অতীতের বৃত্তে আটকে না যায় সেদিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে সরকারকে। তিনি রাজধানীতে অগ্নিদুর্ঘটনা রোধে সরকারকে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারসহ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানান।

এ সময় মহানগরী আমীরের সাথে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের সহকারী সেক্রেটারি ডা. ফখরুদ্দীন মানিক, ঢাকা মহানগরী উত্তরের কর্মপরিষদ সদস্য ইয়াছিন আরাফাত, বনানী থানা আমীর মিজানুর রহমান খান, থানা সেক্রেটারি আব্দুর রাফী ও জামায়াত নেতা আনোয়ার এলাহী প্রমুখ।

জাতীয় বাজেট : ২০২১-২২

এক নজরে বাজেট ২০২১-২০২২

জাতীয় সংসদে ৩ জুন বিকেল ৩টায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাজেট উপস্থাপন করেছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। প্রস্তাবিত বাজেটের আকার ছয় লাখ তিন হাজার ৬৮১ কোটি টাকা। নতুন অর্থবছরের বাজেট বিগত অর্থবছরের তুলনায় ৩৫ হাজার ৬৮ কোটি টাকা বেশি।

এবার রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩ লাখ ৮৯ হাজার কোটি টাকা, যা বিগত অর্থবছরের চেয়ে ১১ হাজার কোটি টাকা বেশি। মোট আয়ের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) ৩ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রা দেয়া হচ্ছে। এছাড়া রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর থেকে আসবে ১৬ হাজার কোটি টাকা।

বৈদেশিক অনুদান পাওয়ার পরিমাণ ধরা হয়েছে ৩ হাজার ৪৯০ কোটি টাকা। বর্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) ধরা হয়েছে ২ লাখ ২৫ হাজার ৩২৪ কোটি টাকা।

এবারের প্রস্তাবিত বাজেট মোট জিডিপির ১৭ দশমিক ৪৭ শতাংশ। ছয় লাখ কোটি টাকার নতুন মাইলফলক স্পর্শ করা বাজেটে ঘাটতির দিক থেকেও নতুন মাইলফলক স্থাপন করেছে।

এক নজরে বাজেট

- জাতীয় বাজেট ২০২১-২০২২ ঘোষণা করা হয় ৩ জুন-২০২১
- সংসদে বাজেট পাশ হবে ৩০ জুন ২০২১
- বাজেট কার্যকর হবে ১ জুলাই ২০২১ থেকে
- এবারের বাজেট ৫০তম (একটি অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটসহ ৫১তম)
- বাজেট পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল (অর্থমন্ত্রী হিসেবে তার তৃতীয় বাজেট এবং আওয়ামী লীগ সরকারের ২১তম বাজেট)
- বাজেটের স্লোগান– “জীবন জীবিকায় প্রাধান্য দিয়ে সুদৃঢ় আগামীর বাংলাদেশ”
- বাজেটের আকার : ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা
- রাজস্ব আয় প্রাক্কলন : ৩ লাখ ৮৯ হাজার কোটি টাকা
- এনবিআরের লক্ষ্যমাত্রা : ৩ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা
- করছাড় প্রাপ্তি : ৪৩ হাজার কোটি টাকা
- বাজেট ঘাটতি : ২ লাখ ১৪ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা
- বৈদেশিক অনুদান : ৩ হাজার ৪৯০ কোটি টাকা
- এডিপিতে বরাদ্দ : ২ লাখ ২৫ হাজার ৩২৪ কোটি টাকা
- প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা : ৭ দশমিক ২ শতাংশ
- মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা : ৫ দশমিক ৩ শতাংশ
- অভ্যন্তরীণ উৎস : ১ লাখ ১৩ হাজার ৪৫২ কোটি টাকা
- ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে : ৭৬ হাজার ৪৫২ কোটি টাকা
- সঞ্চয়পত্র ও অন্যান্য ব্যাংক-বহির্ভূত খাত থেকে : ৩৭ হাজার ১ কোটি টাকা
- বৈদেশিক উৎস : ১ লাখ ১ হাজার ২২৮ কোটি টাকা
- করমুক্ত বার্ষিক আয়সীমা : ৩ লাখ টাকা
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির করমুক্ত আয়সীমা : ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা
- নারী/তৃতীয় লিঙ্গ/ ৬৫ উর্ধ্ব ব্যক্তিদের করমুক্ত আয়সীমা : ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা
- মুক্তিযোদ্ধাদের করমুক্ত আয়সীমা : ৪ লাখ ৭৫ হাজার টাকা
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এর কর অব্যাহতির সীমা : বার্ষিক ৩৬ লাখ টাকা
- শিক্ষা খাতে বরাদ্দ : বরাদ্দ ৭১ হাজার ৯৫১ কোটি টাকা (এর মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে ৩৬ হাজার ৪৮৬ কোটি টাকা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ২৬ হাজার ৩১১ কোটি টাকা)
- করোনা মোকাবিলায় বরাদ্দ : ১০ হাজার কোটি টাকা
- সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে : ৬১,৭২১ কোটি টাকা

ক্ষমতাসীনদের ভাগ্য পরিবর্তনের বাজেট
-মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

বাজেটে সাধারণ মানুষের উন্নয়নের কোনো 'জায়গা নেই' বলে দাবি করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ০৩ জুন ২০২১ বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপনের আগে এক ভার্চুয়াল আলোচনাসভায় তিনি এই অভিযোগ করেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, এই বাজেট নিয়ে পত্র-পত্রিকায় আমরা যেটা দেখলাম, সেখানে পরিষ্কারভাবে দেখতে পারছি সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক কোনো উন্নয়নের কোনো জায়গা নেই। আজকে সরকারের যে বড় বড় কথা, উন্নয়ন। কোন উন্নয়ন, কাদের উন্নয়ন? এই উন্নয়ন শুধু তাদের যারা এদেশকে শাসন করছে, তাদের পকেট বোঝাই হচ্ছে আর সাধারণ মানুষ একেবারে গরীব থেকে গরীব হচ্ছে।

প্রস্তাবিত বাজেটে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জায়গা নেই, সরকারের মদদপুষ্টদের স্বার্থই বাজেটে স্থান পেয়েছে বলে মন্তব্য করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী এ কথা বলেন।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বলেন, দরিদ্র হতদরিদ্র, নিম্ন মধ্যবিত্ত, ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পে সংযুক্ত দেশের প্রায় ৫ কোটি মানুষের বিষয়ে কোনো নতুন বিষয় নাই। স্বাস্থ্যখাতকে গতিশীল করতে অন্তত পাঁচ শতাংশ জিডিপি দেওয়া উচিত ছিল, সেটি নাই বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এই বাজেটকে গতানুগতিক একটি নিয়মতান্ত্রিক বলে মন্তব্য করেন সাবেক মন্ত্রী। আমির খসরু বলেন, বাস্তবায়ন নিয়ে সংশয় আছে। সারা বিশ্বে নিম্নবিত্তের মানুষদের বাঁচাতে বাজেট হয়, বাংলাদেশে সেটি হয় না। ক্ষমতাসীনদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটবে কিন্তু দেশের মানুষের কোন পরিবর্তন ঘটবে না। স্বজনপ্রীতি, স্বজনতোষণের অর্থনীতি অনুসরণ করে এই বাজেট হয়েছে।

প্রস্তাবিত বাজেটের সমালোচনা করে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক পরিকল্পনা মন্ত্রী ড. আব্দুল মঈন খান বলেন, মোট বাজেটের ৩৫ দশমিক ৫৬ শতাংশ, অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশের বেশিই হলো ঘাটতি; যা বৈদেশিক অথবা অভ্যন্তরীণ সোর্স থেকেই ঋণের মাধ্যমে পূরণ করতে হবে। অতীতে সরকারে থাকাকালে বিএনপি দেশকে বারবার বৈদেশিক ঋণনির্ভরতা থেকে বের করে আনার চেষ্টা করেছে দাবি করে দলটির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, আওয়ামী লীগ তাদের বিশৃঙ্খল মেগা প্রকল্প ও মেগা দুর্নীতির কারণে দেশের অর্থনীতিকে বারবার বিদেশ নির্ভর করে দেশের প্রতিটি শিশুর মাথায় জন্মের আগেই হাজার হাজার টাকার ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। এবারের বাজেট তারই চরম বহিঃপ্রকাশ।

বাজেট নিয়ে জামায়াতের প্রতিক্রিয়া

উচ্চাকাঙ্ক্ষী ঋণ নির্ভর বাজেট : মিয়া গোলাম পরওয়ার

প্রস্তাবিত বাজেট এবং প্রবৃদ্ধির হার বাস্তবতা বিবর্জিত ও কল্পনা নির্ভর

৩ জুন অর্থমন্ত্রী জাতীয় সংসদে ২০২১-২২ অর্থ বছরের জন্য ৬ লক্ষ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকার যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ঋণ নির্ভর বাজেট পেশ করেছেন সে সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার ৩ জুন ২০২১ প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন:

"অর্থমন্ত্রী জনাব আ.হ.ম মোস্তফা কামাল জাতীয় সংসদে ৬ লক্ষ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকার ঋণ নির্ভর ঘাটতি বাজেট পেশ করেছেন। বাজেটের শিরোনাম করা হয়েছে 'জীবন-জীবিকায় প্রাধান্য দিয়ে সুদৃঢ় আগামীর পথে বাংলাদেশ'। বলা হয়েছে এটি হবে জীবন ও জীবিকার বাজেট এবং সর্বাধিক গুরুত্ব পাবে স্বাস্থ্য সুরক্ষা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সামাজিক নিরাপত্তা সম্প্রসারণ। অর্থমন্ত্রীর এ চমকপ্রদ কাগুজে বক্তব্যের সাথে বাস্তবতার কোনো মিল নেই।

বাজেটে প্রদ্ধির হার ধরা হয়েছে ৭ দশমিক ২ শতাংশ, আর বাজেট ঘাটতি হচ্ছে জিডিপির ৬.২ শতাংশ। মূল্যস্ফীতি ধরা হয়েছে ৫.৩ শতাংশ। প্রস্তাবিত বাজেট এবং প্রবৃদ্ধির হার বাস্তবতা বিবর্জিত ও কল্পনা নির্ভর। বাজেটে আয় ও ব্যয়ের মধ্যে বিশাল ব্যবধান রয়েছে। চলতি বাজেটের অধিকাংশই সরকার বাস্তবায়ন করতে পারেনি।

প্রস্তাবিত বাজেটে মোট এডিপি ধরা হয়েছে ২ লক্ষ ২৫ হাজার ৩২৪ কোটি টাকা, রাজস্ব খাতে আয় ধরা হয়েছে ৩ লক্ষ ৮৯ হাজার কোটি টাকা। গত অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের দায়িত্ব ছিল ৩ লাখ ৩০ হাজার কোটি

টাকা রাজস্ব সংগ্রহের। এটি অর্জন সম্ভব নয় জেনে পরে লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে ৩ লাখ ১ হাজার কোটি টাকা করা হয়। কিন্তু গত ১০ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) রাজস্ব সংগ্রহ হয়েছে মাত্র ১ লাখ ৯৭ হাজার ৫৮৩ কোটি টাকা। সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা থেকেও সংগ্রহ ১ লাখ ৩ হাজার ৪১৭ কোটি কম, যা আদায় করার কথা মে ও জুন এ দুই মাসে। যা কখনো সম্ভব নয়।

বাজেটে বৈদেশিক ঋণ ধরা হয়েছে ৯৮ হাজার কোটি টাকা যা গত বছরের তুলনায় অনেক বেশি। ব্যাংক ঋণ ধরা হয়েছে ৭৬ হাজার ৪৫২ কোটি টাকা। ঘাটতি ধরা হয়েছে ২ লক্ষ ১৪ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা। বাজেটের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি ঋণ নির্ভর। এই ঋণের সুদ পরিশোধ করতেই সরকারের নাভিশ্বাস উঠে যাবে।

এ বাজেটের মাধ্যমে সরকারের ব্যাংক নির্ভরতা পূর্বের ন্যায় আরো বৃদ্ধি পাবে। অর্থনৈতিক মন্দার কারণে গত বছর ব্যাংকিং খাত থেকে সরকার যে পরিমাণ ঋণ নেয়ার কথা ছিল তা নিতে পারেনি। করোনা পরিস্থিতির কারণে দেশের ব্যাংকিং খাতে অর্থনৈতিক মন্দা বিরাজ করছে। এ বছর বাজেটে ব্যাংক থেকে ৭৬ হাজার ৪৫২ কোটি টাকা ঋণ নেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতকে আরো সংকটের দিকে ঠেলে দেয়া হবে। সরকারের প্রস্তাবিত এ বাজেটে দেশের আর্থিক শৃঙ্খলা আরো ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৭.২ শতাংশ। গত বছর জিডিবি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৮.২। সেটা অর্জন করা সম্ভব না হওয়ায় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার সংশোধন করে তা ৫.৩ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়। অর্থমন্ত্রী প্রবৃদ্ধি নিয়ে আশার বাণী শোনালেও তা বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত গোটা দেশ। প্রতিদিনই আক্রান্ত ও মৃত্যুবরণ করছে মানুষ। করোনায় আক্রান্ত রোগীরা এ হাসপাতাল থেকে সে হাসপাতাল ঘুরে শেষ পর্যন্ত বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণের ঘটনাও ঘটছে। চিকিৎসা ব্যবস্থার এ ভঙ্গুর পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৩২ হাজার ৭৩১ কোটি টাকা- যা বাজেটের ৭.৪ শতাংশ। দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা বর্তমানে অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় রয়েছে। হাসপাতালগুলোতে পর্যাপ্ত চিকিৎসা সামগ্রী নেই। মানুষ চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। স্বাস্থ্যখাতে প্রস্তাবিত বরাদ্দ মোটেই যথেষ্ট নয়। আমরা মনে করি চলমান পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বাজেটের ১০ শতাংশ হওয়া দরকার। চলতি অর্থ বছরে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ রয়েছে ২৯ হাজার ২৪৭ কোটি টাকা- যার ২৬ শতাংশ মাত্র স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় হয়েছে। তাই শুধুমাত্র বাজেটে বরাদ্দ দিলেই হবে না তা বাস্তবায়নে সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

করোনা পরিস্থিতির অযুহাতে দীর্ঘ ১৪ মাস যাবত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ রয়েছে। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় শীক্ষার্থীগণ জ্ঞানের আলো ও শিক্ষা অর্জনের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ক্রমেই দেশ মেধাহীনতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণামূলক কার্যক্রম নেই বললেই চলে। প্রস্তাবিত বাজেটে এ ব্যাপারে কোনো দিক নির্দেশনা নেই। অর্থমন্ত্রীর বেসরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ১৫ শতাংশ করারোপের প্রস্তাব শিক্ষাব্যবস্থাকে আরো ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে।

দারিদ্র্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামাজিক নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলার জন্য প্রস্তাবিত বাজেট বক্তৃতায় গুরুত্ব দিলেও এক্ষেত্রে যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে তা বাস্তবায়নের কোনো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা বা রূপরেখা তুলে ধরা হয়নি। বাজেটে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সহ সকলের জন্য খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার গতানুগতিক বক্তব্য ছাড়া নতুন কোনো ব্যবস্থার কথা বলা হয়নি।

কৃষিখাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩১ হাজার ৯১১ কোটি টাকা। কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি। কৃষকরা বরাবরই তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পায়না। প্রস্তাবিত বাজেটে উৎপাদনের উপকরণের মূল্য হ্রাসের কোনো কথা বলা হয়নি। রাসায়ণিক সারের মূল্য কমানো, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত সহ কৃষিখাতকে যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়নি।

বাংলাদেশে শিল্প খাত অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করছে। ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পে প্রায় আড়াই কোটি মানুষ সম্পৃক্ত। এ খাতকে প্রস্তাবিত বাজেটে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

চলতি অর্থবছরে করোনার কথা চিন্তা করে ১০ হাজার কোটি টাকার একটি বিশেষ তহবিল রাখা হয়েছিল। আগামী অর্থবছরেও ১০ হাজার কোটি টাকার করোনা তহবিল থাকছে। এই তহবিলের টাকা কোথায় কিভাবে খরচ করা হবে সে ব্যাপারে বাজটে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। করোনা ফান্ডের টাকা নিয়ে যে ঘটনা ঘটেছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক। এমনকি এই খাতের অর্থ আত্মসাতের কারণে অনেককে জেলেও যেতে হয়েছে। এছাড়া করোনার টিকা সংগ্রহ ও বিতরণ নিয়ে দেশে যে সংকট তৈরি হয়েছে তা জাতি হিসেবে আমাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক। আমরা মনে করি করোনার টিকা সংগ্রহ ও বিতরণে আরো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা দরকার।

করোনা ভাইরাসের কারণে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মহীন হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেছে। এ সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। তাদের মধ্যে অনেকেই দেশে ফিরে এসে অত্যন্ত মানবেতর জীবনযাপন করছে। রেমিট্যান্স যোদ্ধা হিসেবে পরিচিত এসকল মানুষের পুনর্বাসনের জন্য বাজেটে কোনো দিক নির্দেশনা নেই।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে তা পর্যাপ্ত নয়। বাজেট বক্তৃতায় দেশে বিভিন্ন সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে উপকূলীয় এলাকার বাঁধ ভেঙে কৃষিজমি, মাছের ঘের ভেসে যাওয়া এবং রাস্তা-ঘাট-ব্রীজ-কালভার্ট-বেড়ীবাঁধ নির্মাণ ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসনে কোনো বরাদ্দের কথা বাজেটে বলা হয়নি।

করমুক্ত আয়ের সীমা পূর্বের ন্যায় ৩ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। প্রায় সকল খাতেই আয় ও ব্যয়ের অংক বাড়ানো হলেও, করমুক্ত আয়ের সীমা বাড়ানো হয়নি। আমরা মনে করি করোনা ভাইরাসের এই বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে করমুক্ত আয়ের সীমা অন্তত: ৪ লক্ষ টাকা হওয়া উচিত।

বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ। অথচ আমরা লক্ষ্য করছি যাকাতের টাকার উপর কর আদায় করা হয়। আমরা যাকাতের টাকা করমুক্ত করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শ্রমিকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বাজেটে কোনো বরাদ্দের কথা বলা হয়নি। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, আবাসন ও স্বাস্থ্য বীমার বিষয়ে বাজেটে ব্যবস্থা থাকা দরকার বলে আমরা মনে তরি।

সর্বোপরি করোনা ভাইরাসে বিপর্যস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের জন্য কার্যকর সুশাসন, স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ এবং সকল স্তরে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।”

এটা দুর্বল অনুমিত বাজেট অর্থনীতি পুনরুদ্ধার বাজেট হয়নি : সিপিডি

আগামী ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ২০ শতাংশ ধরা বাস্তবোচিত হয়নি বলে অভিমত দিয়েছে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)। সেইসঙ্গে করোনাভাইরাস মোকাবিলা এবং মহামারি থেকে ফিরে অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করার জন্য যে বাজেট প্রয়োজন ছিল, তাও প্রস্তাবিত বাজেটে নেই বলে মনে করছে এ গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি।

৩ জুন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল জাতীয় সংসদে ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপনের পর ভার্চুয়ালি আয়োজিত সিপিডির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় এসব অভিমত তুলে ধরেন প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন। তিনি বলেন, জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ২০ শতাংশের কথা বলা হয়েছে। এখানে বলা হচ্ছে- ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রবৃদ্ধির দেখানো হয়েছে ৬ দশমিক ১০ শতাংশ। এটা আমরা বলছি- অর্থনীতির অন্যান্য যেসব সূচক দেখা যাচ্ছে, সেই সূচকের প্রেক্ষিতে এটা একটু বেশি। এটা বাস্তবায়নের সম্ভাবনা খুব কম। সেটা যেহেতু আরও কম হবে, সেই লো বেঞ্চমার্ক থেকে এই যে ৭ শতাংশের ওপরে প্রবৃদ্ধি হবে, এটা আসলে বাস্তবোচিত না এবং পূরণ হবে না।

ফাহমিদা খাতুন বলেন, এর প্রেক্ষিতে সামষ্টিক যে কাঠামো অর্থাৎ এখানে রাজস্ব আয়, ব্যয় এবং বিনিয়োগ ইত্যাদির যে কাঠামো দেয়া হয়েছে, তা বাস্তবসম্মত হয়নি বলে আমরা মনে করছি। রাজস্ব কাঠামোতে বড় ধরনের তেমন পরিবর্তন নেই। প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৩০ শতাংশ বাড়াতে হবে। এটাও অনেকটা বেশি।

তিনি বলেন, করোনা মোকাবিলা এবং করোনা থেকে ফিরে অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করার জন্য যে বাজেট প্রয়োজন ছিল, সেটা আমরা লক্ষ্য করিনি। সামগ্রিকভাবে আমাদের কাছে মনে হয়েছে- করোনাকালীন এ বাজেট দুর্বল অনুমিত এবং বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা আমাদেরকে চ্যালেঞ্জের মধ্যে ফেলবে।

সিপিডির নির্বাহী পরিচালক আরও বলেন, আয়করের সীমা ওপরের দিকে বাড়ানো হয়নি। একইভাবে নিচের দিকের সীমা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। এর ফলে কর ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। নিচের দিকে আয়করের সীমা আর একটু বাড়ালে ভোগ ব্যয় বাড়তো। তা বিনিয়োগে সহায়তা করতে পারতো। অর্থাৎ পুনরুদ্ধারে সহায়তা করতে পারতো।

তিনি বলেন, সরকারি ব্যয়ের বর্ধিত যে বরাদ্দ, এখানে দেখা যাচ্ছে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জনপ্রশাসনে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। পাবলিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও একটা বর্ধিত বরাদ্দ দেখা যাচ্ছে। খাতওয়ারি বিষয়ের মধ্যে সবার আগে আসে স্বাস্থ্যখাত। স্বাস্থ্যখাতের মূল বিষয় এখন টিকাদান। করোনা কতদিন থাকবে কেউ জানে না। করোনা থেকে মুক্তি না পেলে

অর্থনীতিতে চাঞ্চল্য ফিরে আসবে না। সেজন্য টিকাদান কর্মসূচি সবার জন্য, যারা যোগ্য সবাইকে টিকা দিতে হবে।

ফাহমিদা বলেন, টিকাদানের জন্য বাজেটে ১০ হাজার কোটি টাকা রাখা হয়েছে, এটা পর্যাপ্ত নয়। বাজেটে স্বাস্থ্যখাতের বরাদ্দ গত বছরের মতোই রাখা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে স্বাস্থ্যখাতের বরাদ্দ জিডিপির দশমকি ৮৩ শতাংশ ছিল। এ বছরেও দশমিক ৮৩ শতাংশ রয়েছে।

তিনি বলেন, সামাজিক নিরাপত্তাখাতে আমরা দেখছি- সেখানে সামান্য কিছু ভাতা ও বরাদ্দ বেড়েছে। কিন্তু সেখানে আগের মতোই সরকারি কর্মচারীদের পেনশন রয়েছে। এখানে পেনশন যতোটা বেড়েছে, সামাজিক নিরাপত্তার আসল যে অংশ সেখানে নিট ততোটা বাড়েনি। সুতরাং এখানে বরাদ্দ আরও বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সিপিডির নির্বাহী পরিচালক আরও বলেন, বাজেট অর্থায়নের ক্ষেত্রে কয়েকটি কাঠামোগত পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। বিদেশি ঋণের কথা বলা হয়েছে। এটা ভালো হয়েছে। রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে যেসব নীতিমালা করা হয়েছে, সেখানে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে নয় প্রতিষ্ঠানকে লক্ষ্য করে করা হয়েছে। এটাও ইতিবাচক। একইসঙ্গে এসএমইকে স্বল্পসুদে ঋণ দেয়া হবে, এটাকে আমরা সমর্থন করছি।

কোভিডকালীন এই বাজেট দুর্বল অনুমিত এবং বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা আমাদেরকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলবে। তিনি বলেন, "২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেটকে যদি আমরা কোভিডের বাজেট ধরি, একদিকে কোভিডকে মোকাবিলা করা, অন্যদিকে কোভিড থেকে ফিরে অর্থনীতিকে পুরুদ্ধার করার জন্য যে বাজেটটি প্রয়োজন ছিল, সেটি প্রস্তাবিত বাজেটে লক্ষ করিনি।

তিনি বলেন, এই বাজেট কিন্তু এক বছরের বাজেট নয়, এটা আগামী কয়েক বছরে স্বাস্থ্যখাত কেমন হবে, শিক্ষা খাত কেমন হবে, সামাজিক খাতগুলো কেমন হবে, এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় কাঠামো কেমন হবে, সেগুলোর একটা পরিষ্কার দিকনির্দেশনা থাকা উচিত ছিল। আমাদের অন্যান্য পরিকল্পনা, যেমন অষ্টম-পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে লক্ষ্যমাত্রাগুলো আছে সেটার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই বাজেট প্রণয়ন করা উচিত ছিল। তিনি আরও বলেন, সামগ্রিকভাবে যদি আমরা বলি, আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে, এই বাজেট আসলে দুর্বল অনুমিত এবং বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা আমাদের চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলবে।

বাজেটে দুর্নীতি প্রতিরোধে সুনির্দিষ্ট পথরেখা নেই : টিআইবি

পুরো অধিকৃত ভূখণ্ড পরিচালনা করার জন্য পরিকল্পনা করতে ফিলিস্তিনি নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ইরানের কুদস ফোর্সের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইসমাইল কায়ানি। অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড ছেড়ে দেয়ার চিন্তা করতে ইসরাইলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

২৯ মে ২০২১ জেনারেল কায়ানি বলেন, ইসরাইলকে অবশ্যই ভাবতে হবে তারা কখন অধিকৃত ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেবে। যেসব ইহুদির ইউরোপ ও আমেরিকায় ঘরবাড়ি আছে, আমি তাদের পরামর্শ দেব যে, ব্যয় আরো বেড়ে যাওয়ার আগেই তারা যেখান থেকে এসেছেন সেখানে ফিরে যাওয়ার চিন্তা করেন।

তিনি বলেন, ফিলিস্তিন ও আন্তর্জাতিক প্রতিরোধ যোদ্ধাদের এখনকার বার্তা হচ্ছে- ১৯৬৭ ও ১৯৪৮ সালের আগের সীমানা এবং গাজা উপত্যকা শাসন করার জন্য ফিলিস্তিনিদের প্রস্তুতি নিতে হবে।

এদিকে ইসরাইলের যে কোনো হামলার কড়া জবাব দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন গাজা উপত্যকার অন্যতম প্রধান প্রতিরোধকামী সংগঠন ইসলামী জিহাদ আন্দোলনের নেতা জিয়াদ আল-নাখালা।

তিনি বলেছেন, আমাদের একজন নেতাকে হত্যা করা হলেও তেল আবিবের ওপর ক্ষেপণাস্ত্র বৃষ্টিবর্ষণ করে আমরা তার জবাব দেব।

সম্প্রতি ফিলিস্তিনি নেতাদের হত্যার ব্যাপারে ইসরাইল হুমকি দিয়েছে, এর জবাবে ইসলামী জিহাদ নেতা এমন সতর্কবার্তা দিলেন। বিডি প্রতিদিন।

আন্তর্জাতিক সংবাদ

কারাগারে কাশ্মীরের রাজনীতিকদের নির্যাতন করা হয়েছে : জাতিসংঘ

ভারতশাসিত কাশ্মীরে নিষ্পেষণমূলক ব্যবস্থা এবং মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের পর্যায়ক্রমিক ব্যাপক ব্যবস্থায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা। বিরোধপূর্ণ ওই অঞ্চলে অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের বিষয়ে সাড়া দেয়ার জন্য ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

এ বিষয়ে ভারত সরকারের কাছে মার্চের শেষের দিকে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন জাতিসংঘের ৫ জন বিশেষজ্ঞ। এতে প্রধান তিনটি অভিযোগ আনা হয়েছে। তা হলো- কাশ্মীরের দক্ষিণাঞ্চলীয় সোপিয়ান জেলার নাসির আহমদ ওয়ানিকে জোরপূর্বক গুমের অভিযোগ, কাশ্মীরের উত্তরাঞ্চলীয় সোপোরের ইরফান আহমদ দারকে বিচারবহির্ভূত হত্যা এবং পুলওয়ামার ভারতপন্থি নেতা ওয়াহিদুর রেহমানকে (পারা) খেয়ালখুশি মতো আটক করা। তবে ওই ৫ বিশেষজ্ঞের নাম প্রকাশ করা হয়নি রিপোর্টে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, নভেম্বরে সন্ত্রাসের অভিযোগে ভারতের জাতীয় তদন্ত সংস্থা এনআইএ গ্রেফতার করে পারা'কে। দিনে ১০ থেকে ১২ ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদের সময় তার সঙ্গে অশোভন আচরণ ও নির্যাতন করার অভিযোগ রয়েছে। চিঠিতে আরো বলা হয়েছে, তাকে শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচের তাপমাত্রায় অন্ধকার আন্ডারগ্রাউন্ডে রাখা হয়েছিল। এ সময়ে তার ঘুমে ব্যাঘাত ঘটানো হয়েছে। লাথি, থাপড় দেয়া হয়েছে। লাঠি দিয়ে প্রহার করা হয়েছে। নগ্ন করা হয়েছে। পা উপরের দিকে দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। পারা'কে সরকারের একজন চিকিৎসক তিনবার পরীক্ষা করেছেন। তিনবার পরীক্ষা করেছেন একজন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ। তাকে নিদ্রাহীনতা এবং চিন্তায় উদ্বেগের বিরুদ্ধে ওষুধ

দিতে অনুরোধ করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিভক্ত কাশ্মীর। দুই দেশই এর অংশবিশেষ শাসন করে। তবে তারা দু'দেশই পুরো কাশ্মীরকে নিজেদের বলে দাবি করে। পারমাণবিক শক্তিধর এ দুটি দেশই কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে তিনটি যুদ্ধ করেছে। ১৯৯০ এর দশকের শুরুতে ভারতের শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় অংশে সশস্ত্র বিদ্রোহ দেখা দেয়। এ নিয়ে সংঘর্ষে এখন পর্যন্ত কয়েক হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন। তাদের বেশির ভাগই বেসামরিক। বিদ্রোহীরা নিজেদের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র অথবা প্রতিবেশী পাকিস্তানের সঙ্গে একীভূত হওয়ার দাবি জানায়।

এই অঞ্চলে ভারতপন্থি রাজনীতিকদের একটি ক্ষুদ্র গ্রুপ আছে। তারা জাতীয় ও আঞ্চলিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। জাতিসংঘের ওই বিশেষজ্ঞদের চিঠিতে বলা হয়েছে, পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টির (পিডিপি) একজন তরুণ নেতা পারা। গত বছর তিনি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে ভার্চ্যুয়াল মিটিং করেন। ওই বৈঠকে তিনি ভারতশাসিত কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের নিন্দা জানিয়েছিলেন। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের কাছে তিনি কাশ্মীরে মুসলিমদের প্রতি যে আচরণ করা হচ্ছে তা এবং চীনের সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে ওই সময়কার উত্তেজনার কথা তুলে ধরেছিলেন। এরপরই তাকে গ্রেফতার করা হয়।
চিঠিতে বলা হয়েছে, ওই মিটিংয়ের পর পারা'কে এনআইএর কর্মকর্তারা হুমকি দিয়েছিলেন। বলা হয়েছিল, তিনি এসব অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সমস্যা সৃষ্টি করছেন। এ সময় ওই কর্মকর্তারা তাকে একটি আলটিমেটাম দিয়েছিলেন। তাতে বলা হয়, যদি তিনি সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলা বন্ধ না করেন তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এর কয়েকদিন পরেই পুলওয়ামা থেকে স্থানীয় নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন পারা। তারপরেই তাকে গ্রেফতার করা হয়। সন্ত্রাসের মামলায় তাকে জামিন দেয়া হয়েছিল। পরে আবার তাকে গ্রেফতার করা হয়।
কাশ্মীরে নির্বাচিত সর্বশেষ মুখ্যমন্ত্রী পিডিপির প্রধান মেহবুবা মুফতি। তিনি বলেছেন, গণতন্ত্র এবং শান্তিতে বিশ্বাস করতেন পারা। তার মতো গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন এমন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা অত্যন্ত দুঃখজনক বলে মনে করেন তিনি। এ থেকে কি ভাবধারা বোঝা যায়? প্রশ্ন রাখেন মেহবুবা মুফতি।
পারা'র পরিবারের একজন সদস্য বলেছেন, তিনি কাশ্মীরি মানুষের পক্ষে কথা বলেছেন বলে তাকে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। তিনি নির্দোষ এবং জেলে দুর্বল হয়ে পড়ছেন। বিজেপি নেতারা যখন কাশ্মীর যান, তারা তাকে তাদের সঙ্গে মিলে যেতে বলেন। তিনি সেটা করেছিলেনও। যোগ দিয়েছিলেন যুবশ্রেণির সঙ্গে। এটাই তার অপরাধ। ২০১৮ সালে কাশ্মীর সফরের সময় তখনকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং তরুণদের একটি বড় অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য পারা'র প্রশংসা করেছিলেন।

ফিলিস্তিনিদের পুরো অধিকৃত ভূখণ্ড শাসনের পরিকল্পনা নেয়ার আহ্বান ইরানের

পুরো অধিকৃত ভূখণ্ড পরিচালনা করার জন্য পরিকল্পনা করতে ফিলিস্তিনি নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ইরানের কুদস ফোর্সের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইসমাইল কায়ানি।

অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড ছেড়ে দেয়ার চিন্তা করতে ইসরাইলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
২৯ মে ২০২১ জেনারেল কায়ানি বলেন, ইসরাইলকে অবশ্যই ভাবতে হবে তারা কখন অধিকৃত ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেবে। যেসব ইহুদির ইউরোপ ও আমেরিকায় ঘরবাড়ি আছে, আমি তাদের পরামর্শ দেব যে, ব্যয় আরো বেড়ে যাওয়ার আগেই তারা যেখান থেকে এসেছেন সেখানে ফিরে যাওয়ার চিন্তা করেন।
তিনি বলেন, ফিলিস্তিন ও আন্তর্জাতিক প্রতিরোধ যোদ্ধাদের এখনকার বার্তা হচ্ছে- ১৯৬৭ ও ১৯৪৮ সালের আগের সীমানা এবং গাজা উপত্যকা শাসন করার জন্য ফিলিস্তিনিদের প্রস্তুতি নিতে হবে।
এদিকে ইসরাইলের যে কোনো হামলার কড়া জবাব দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন গাজা উপত্যকার অন্যতম প্রধান প্রতিরোধকামী সংগঠন ইসলামী জিহাদ আন্দোলনের নেতা জিয়াদ আল-নাখালা। তিনি বলেছেন, আমাদের একজন নেতাকে হত্যা করা হলেও তেল আবিবের ওপর ক্ষেপণাস্ত্র বৃষ্টিবর্ষণ করে আমরা তার জবাব দেব।
সম্প্রতি ফিলিস্তিনি নেতাদের হত্যার ব্যাপারে ইসরাইল হুমকি দিয়েছে, এর জবাবে ইসলামী জিহাদ নেতা এমন সতর্কবার্তা দিলেন। বিডি প্রতিদিন।

১০ বছরে যুক্তরাষ্ট্রে মসজিদের সংখ্যা বৃদ্ধি ৩১ শতাংশ

যুক্তরাষ্ট্রে গত ১০ বছরে মসজিদের সংখ্যা ৩১ শতাংশ বেড়েছে। দেশটির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২০ সালে দুই হাজার ৭৬৯টি মসজিদ চিহ্নিত করা হয়েছে। আমেরিকান মস্ক গ্রোয়িং অ্যান্ড ইভোলিংয়ের প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে দুই হাজার ১০৬টি মসজিদ চিহ্নিত করা হয়েছিল। বর্তমানে যার বৃদ্ধির হার ৩১ শতাংশ। প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিম অভিবাসী ও তাদের জন্মহারের ফলে মুসলিম জনগোষ্ঠী বাড়ছে। যার কারণে মসজিদের সংখ্যাও বেড়েছে। এ ছাড়া গত ১০ বছরে যুক্তরাষ্ট্রের কিছু জায়গায় মসজিদ বিলুপ্তির ঘটনাও ঘটেছে। ২০১০ সালে মসজিদ বিলুপ্তির হার ছিল ২০ শতাংশ এবং ২০২০ সালে এই হার দাঁড়িয়েছিল ৬ শতাংশ। তবে বেশির ভাগ বিলুপ্তি ঘটেছিল দেশটির শহর এলাকায়।

ইসরাইলী আগ্রাসন বন্ধ না হলে যুদ্ধ অনিবার্য : হামাস

ইসরায়েলের আগ্রাসন বন্ধ না হলে নতুন করে যুদ্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছে গাজার শাসক গোষ্ঠী হামাস। যুদ্ধবিরতির মধ্যেই দখলকৃত পশ্চিম তীর, আল-আকসাসহ বেশি কিছু জায়গায় ইসরায়েলি বাহিনী নিয়মিত আগ্রাসন চালাচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন হামাসের অন্যতম মুখপাত্র সামি আবু জুহরি। তুরস্কের রাষ্ট্রীয় বার্তাসংস্থা আনাদোলু এজেন্সিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা জানান। গত মাসেই ইসরাইল-ফিলিস্তিন বড় ধরনের রক্তক্ষয়ী সংঘাতে লিপ্ত হয়েছিলো। ১১ দিনের লড়াইয়ে দু'পক্ষের আড়াই শতাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। উভয়পক্ষের সম্মতিতে যুদ্ধবিরতি চললেও তা কতদিন বলবৎ থাকবে এ নিয়ে ঘোর সন্দিহান ফিলিস্তিনিরা।

আনাদোলুকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হামাস মুখপাত্র সামি আবু জুহরি বলেন, ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি দখলদারিত্ব ও আগ্রাসন বন্ধ না হলে যে কোনও মুহূর্তে নতুন করে যুদ্ধের শুরু হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের

অনেক দেশের চাপে বাধ্য হয়েই যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয় তেল আবিব। তবে এই বিরতি কতদিন অব্যাহত থাকবে এ নিয়ে প্রবল আশঙ্কা হামাসের। তিউনিসিয়ার রাজধানী তিউনিস থেকে হামাসের মুখপাত্র বার্তা সংস্থাটিকে বলেন, 'ইসরায়েল যুদ্ধবিরতির চুক্তিকে সম্মান না দেখিয়ে প্রতিদিনই পশ্চিম তীরের শহরে আগ্রাসন চালাচ্ছে। তারা তো আল-কুদস শহরের ফিলিস্তিনিদের বাস্তুচ্যুত করে দেওয়ার পায়তারা চালাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে ফিলিস্তিনিদের স্বার্থে যে কোনও মুহূর্তে আবারো যুদ্ধ শুরু করতে বাধ্য হবে হামাস।'

ইসরায়েলি গোলার আঘাতে এখনো লণ্ডভণ্ড গাজা উপত্যকা। ত্রাণ সহযোগিতার অপেক্ষায় বহু মানুষ। যা ছিলো সবই চোখের সামনে স্বপ্নগুলো মাটিতে মিশে গেছে ১১ দিনের যুদ্ধে। হতাশা গাজার অধিকাংশ মানুষের চোখে মুখে। এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ-এর সামনে দাঁড়িয়ে ফিলিস্তিনিরা।

আবু জুহুরি উল্লেখ করেন, 'মিশরের মধ্যস্থতায় গত ২১ মে থেকে যে দুর্বল যুদ্ধবিরতি শুরু হয়েছে তার প্রতি সম্মান দেখিয়ে আসছে ফিলিস্তিনের জনগণ। কিন্তু এটি টিকে থাকা নির্ভর করছে তেল আবিবের উপরই। সুতরাং ইসরায়েলের সহযোগিতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অন্যথায় সংঘাত অনিবার্য'।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে ১১ দিনের ইসরায়েলি বিমান হামলায় ২৬০ ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছেন। এর মধ্যে ৬৬ শিশু, ৪০ জন নারী এবং ১৬ জন বৃদ্ধ রয়েছেন। এছাড়া গুরুতর আহত হয়েছেন প্রায় দুই হাজার ফিলিস্তিনি।

আল্লাহ চাইলে আরও সুখবর আছে

তুরস্কের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করতে এরদোগানের নতুন পরিকল্পনা

তুরস্কের অর্থনীতি আরও সমৃদ্ধ করতে নতুন পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট রিজব তৈয়ব এরদোগান। তার নতুন পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে ফিলিওস ভ্যালি প্রজেক্ট। এ প্রজেক্টের আওতায় অর্থনৈতিক অঞ্চল, বন্দর, রেল ও অন্যান্য পরিবহন সুবিধা রয়েছে।

ফিলিওস ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন হচ্ছে তুরস্কের প্রথম মেগা ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন। প্রায় ৬০০ হেক্টর জায়গা রয়েছে এ ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনে। এরদোগান বলেন, যখন ফিলিওস বন্দরের কাজ সম্পূর্ণ হবে তখন এটি শুধু মারামারা সাগরের বন্দরগুলো এবং এ প্রণালীর ওপর চাপ কমাবে তা নয় এটা মধ্য এশিয়া থেকে দক্ষিণ ও মধ্যপ্রাচ্যের পাশাপাশি কৃষ্ণসাগর এলাকার অঞ্চলগুলোতে রেলপথে বাণিজ্যও নিশ্চিত করবে। এ প্রজেক্ট নিয়ে বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশে এরদোগান বলেন, ফিলিওস ভ্যালি প্রজেক্টে বিনিয়োগকারীদের জন্য নানা ধরনের সুবিধার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। বেসরকারি খাতের নেতৃত্বে এ ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন উদ্ভাবনী এবং পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে ডিজাইন করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

এরদোগান বলেন, ভবিষ্যতে ফিলিওস ভ্যালি প্রজেক্ট উৎপাদন, রপ্তানি এবং এ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। কৃষ্ণসাগরে বিপুল গ্যাস আবিষ্কারে নতুন সম্ভাবনা

তুরস্কের কৃষ্ণসাগরে ১৩৫ বিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস আবিষ্কার করেছে তুরস্ক। এ আবিষ্কারের ফলে দেশের অর্থনীতিতে নতুন সুবাতাস বইবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এ ব্যাপারে এরদোগান বলেন, সাকারিয়া গ্যাস ক্ষেত্রের আমাসরা-১ কূপে আমাদের তেল-গ্যাস অনুসন্ধাকারী জাহাজ ফাতিহ ১৩৫ বিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস আবিষ্কার করেছে। আমাদের অনুসন্ধান অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহ চাইলে, আমরা আশা করছি ওই এলাকা থেকে আরও সুখবর মিলবে। ' এসময় সাগর থেকে মূল ভূখণ্ডে গ্যাস কীভাবে আনা হবে এবং তা ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা হবে সে পরিকল্পনার কথা জানান এরদোগান।

এ ১৩৫ বিলিয়নসহ বর্তমানে তুরস্কের গ্যাসের রিজার্ভ গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৪০ বিলিয়ন ঘনমিটার। গত বছর তুরস্কের তেল-গ্যাস অনুসন্ধানকারী জাহাজ ফাতিহ কৃষ্ণ সাগরের পশ্চিমাঞ্চলে ৪০৫ বিলিয়ন ঘনমিটার প্রাকৃতিক গ্যাস আবিষ্কার করেছিল। এটি ছিল তুরস্কের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার।

তুরস্ক তার তিনটি অনুসন্ধানকারী জাহাজের দুটি ফাতিহ এবং কানুনি তেল-গ্যাস খোঁজার কাজে গতি আনার জন্য ব্যবহার করেছে।

সাকারিয়া গ্যাসক্ষেত্র থেকে ২০২৩ সালে মূল গ্রিডে গ্যাস নেওয়ার পরিকল্পনা করছে আঙ্কারা। কূপ এলাকা থেকে মূল গ্রিডে গ্যাস নেওয়ার জন্য প্রায় ১৬০ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন করতে হবে দেশটিকে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আঙ্কারাকে দুই বছরের মধ্যে একটি গ্রহণযোগ্য স্টেশন নির্মাণ করতে হবে। তুরস্ক তেল-গ্যাসের চাহিদা মেটায় রাশিয়া, আজারবাইজান, যুক্তরাষ্ট্র, ইরান, নাইজেরিয়া ও আলজেরিয়ার কাছ থেকে আমদানির মাধ্যমে। আর এলএনজি আমদানি করে কাতার থেকে। গতবছর ৪৮.১ বিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস আমদানি করে তুরস্ক।

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম বিচারপতি

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথমবার ফেডারেল বিচারপতি হিসেবে কোনো মুসলিম নিয়োগের অনুমোদন দিল সিনেট। ১০ জুন মার্কিন পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষে ভোটাভুটিতে বিচারপতি হিসেবে জাহিদ কুরাইশিকে নিয়োগের পক্ষে মত দিয়েছেন বেশিরভাগ মার্কিন সিনেটর।

বার্তা সংস্থার খবর অনুসারে, এদিন কুরাইশির নিয়োগের পক্ষে ডেমোক্র্যাট নিয়ন্ত্রিত সিনেটে ভোট পড়ে ৮১টি, বিপক্ষে ছিলেন মাত্র ১৬ জন সিনেটর।

নেতানিয়াহু যুগের অবসান

ইসরায়েলের নতুন প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেত

ইসরায়েলের নতুন প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হয়েছেন নাফতালি বেনেত। এর মধ্য দিয়ে ১২ বছর ধরে প্রধানমন্ত্রীর আসনে থাকা বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু যুগের অবসান ঘটল। ১৩ জুন, ২০২১ রবিবার দেশটির পার্লামেন্টে আস্থা ভোটের মাধ্যমে বিরোধী দলগুলোর জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ায় ক্ষমতা ধরে রাখার সব আশা শেষ হয়ে যায় নেতানিয়াহুর। ডানপন্থী জাতীয়তাবাদী দল ইয়ামিনা পার্টির নেতা নাফতালি বেনেত এরই মধ্যে জোট

সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথও নিয়েছেন। ইসরায়েলের ১২০ আসনের পার্লামেন্ট নেসেটে নেতানিয়াহুর পক্ষে ৫৯ ভোট পড়ে। আর নতুন জোট সরকার গড়ার পক্ষে ভোট পড়ে ৬০টি।

ইসরায়েলের পার্লামেন্ট নেসেটের অধিবেশন শুরু হওয়ার পর নেতানিয়াহুর পাশাপাশি বিরোধী জোটের দুই নেতা নাফতালি বেনেত ও ইয়ার লাপিদ বক্তব্য দেন। এরপর ভোটে বিরোধী জোটের পক্ষে রায় আসে।

মতিউর রহমান আকন্দ-এর বড় বোনের ইন্তিকালে আমীরে জামায়াতের শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগের সেক্রেটারি জনাব মতিউর রহমান আকন্দের বড় বোন আয়েশা বেগম ৭ জুন দিবাগত রাত সাড়ে ১২টায় ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে ৫৮ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন)। তিনি মাতা, ৪ পুত্র ও ১ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গিয়েছেন। ৮ জুন বাদ জোহর নিজ পৈত্রিক বাড়িতে জানাযা শেষে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। জানাযায় ইমামতি করেন মরহুমার ভাই জনাব মতিউর রহমান আকন্দ। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দসহ বিপুল সংখ্যক লোক জানাযায় অংশগ্রহণ করেন।

আয়েশা বেগমের ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ৮ জুন ২০২১ এক শোকবাণী প্রদান করেছেন।

শোকবাণীতে তিনি বলেন, আয়েশা বেগম একজন গুণী মহিলা ছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁকে ক্ষমা ও রহম করুন এবং তাঁর কবরকে প্রশস্ত করুন। তাঁর গুণাহখাতাগুলোকে ক্ষমা করে দিয়ে নেকিতে পরিণত করুন এবং তাঁর জীবনের নেক আমলসমূহ কবুল করে তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করুন।

শোকবাণীতে তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে তিনি বলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে এ শোকে ধৈর্য ধারণ করার তাওফিক দান করুন।

অধ্যাপক বেলালুজ্জামান-এর ইন্তিকালে আমীরে জামায়াতের শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নাটোর জেলার সাবেক আমীর, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সাবেক সদস্য ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের বৃহত্তর রাজশাহী ও নাটোর জেলার সাবেক সভাপতি অধ্যাপক বেলালুজ্জামান জ্বর ও শ্বাসকষ্ট জনিত কারণে ১৫ জুন বেলা সাড়ে ১১টায় ৫৭ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন)। তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও ১ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গিয়েছেন। ১৫ জুন সন্ধ্যা ৬টায় সিংড়া উপজেলার শেরকোল ইউনিয়নের রানীনগর নামক গ্রামের নিজ বাড়িতে জানাযা শেষে তাঁকে সামাজিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

অধ্যাপক বেলালুজ্জামানের ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ও নায়েবে আমীর অধ্যাপক মোঃ তাসনীম আলম ১৫ জুন ২০২১ এক যুক্ত শোকবাণী প্রদান করেছেন।

শোকবাণীতে তারা বলেন, অধ্যাপক বেলালুজ্জামানের ইন্তিকালে আমরা ইসলামী আন্দোলনের একজন নিবেদিত প্রাণ দাঈকে হারালাম। তিনি ছাত্রজীবনে ইসলামী আন্দোলনের সাথে ওতোপ্রোতোভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছাত্রদের আদর্শ নাগরিক ও নৈতিক চরিত্র গঠনে নিরলসভাবে কাজ করে গিয়েছেন। ইসলামী আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে তার অনেক অবদান রয়েছে। আমি তাঁর ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করছি।

শোকবাণীতে তারা আরো বলেন, ইতোমধ্যে তিনি দুনিয়ার সফর শেষ করেছেন। শুরু হয়েছে তাঁর অনন্তকালের সফর। এই সফরে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর একান্ত সাহায্যকারী হোন। কবর থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রত্যেকটি মঞ্জিলকে তাঁর জন্য সহজ, আরামদায়ক ও কল্যাণময় করে দিন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর জীবনের সকল নেক আমল কবুল করে তাঁকে জান্নাতে উচ্চ মাকাম দান করুন এবং তাঁর শোকাহত পরিবার-পরিজনদেরকে এ শোক সহ্য করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

অ্যাডভোকেট সালামত উল্লাহ এর ইন্তিকালে আমীরে জামায়াতের শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সাবেক সদস্য, কক্সবাজার জেলা শাখা জামায়াতের সাবেক আমীর, কক্সবাজার জেলা আইনজীবী সমিতির একাধিকবার নির্বাচিত সাবেক সভাপতি, কক্সবাজার প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার সাবেক সভাপতি সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব অ্যাডভোকেট সালামত উল্লাহ ৬ জুন রাত ৮টায় দীর্ঘ দিন রোগভোগের পর চট্টগ্রাম মহানগীর পার্ক ভিউ হাসপাতালে ৮৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি স্ত্রী, ৩ পুত্র ও ১ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গিয়েছেন। ৭ জুন বাদ জোহর কক্সবাজার ঈদগাহ ময়দানে জানাযা শেষে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

অ্যাডভোকেট সালামত উল্লাহর ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ৭ জুন ২০২১ এক শোকবাণী প্রদান করেছেন।

শোকবাণীতে তিনি বলেন, অ্যাডভোকেট সালামত উল্লাহর ইন্তিকালে আমরা ইসলামী আন্দোলনের একজন নিবেদিত প্রাণ দাঈকে হারালাম। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার এবং প্রসারে তাঁর উজ্জ্বল ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি তাঁর সাংগঠনিক ও পেশাগত জীবনে বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি একজন প্রবীণ আইনজীবী হিসেবেও মানুষের সেবা করে গিয়েছেন। তিনি দেশে আইনের শাসন, ন্যায় বিচার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় আজীবন সংগ্রাম করে গিয়েছেন। আমি তাঁর ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করছি।

শোকবাণীতে তিনি আরো বলেন, ইতোমধ্যে তিনি দুনিয়ার সফর শেষ করেছেন। শুরু হয়েছে তাঁর অনন্তকালের সফর। এই সফরে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর একান্ত সাহায্যকারী হোন। কবর থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রত্যেকটি মঞ্জিলকে তাঁর জন্য সহজ, আরামদায়ক ও কল্যাণময় করে দিন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর জীবনের সকল নেক আমল কবুল করে তাঁকে জান্নাতে উচ্চ মাকাম দান করুন এবং তাঁর শোকাহত পরিবার-পরিজনদেরকে এ শোক সহ্য করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের ইন্তেকালে জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান পৃথক পৃথকভাবে শোকবাণী দিয়েছেন:

১. মাওলানা শফিক উল্লাহ (৭৫), প্রবীণ সদস্য (রুকন), সুবর্ণচর উপজেলা, নোয়াখালী জেলা।
২. জনাব মুহাম্মাদ ইউসুফ আলী (৫৫), সদস্য (রুকন), শিবালয় উপজেলা শাখা, মানিকগঞ্জ।
৩. আকতার বানু (৬১), মহিলা সদস্য (রুকন), বোয়ালিয়া উত্তর থানা শাখা, রাজশাহী মহানগরী।
৪. জনাব মোঃ আবু তাহের মাস্টার (৭৫), সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা, সিরাজগঞ্জ।
৫. সৈয়দ আহমাদ উল্লাহ (৭২), সাবেক আমীর, সিদ্ধিরগঞ্জ দক্ষিণ থানা শাখা, নারায়ণগঞ্জ মহানগরী।
৬. মাওলানা আজিজুল ইসলাম আনছারী, সাবেক আমীর, মদাতী ইউনিয়ন শাখা, কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট।
৭. জনাব মোঃ শাহজাহান মোল্লা (৭০), সাবেক আমীর, আলিয়াবাদ ইউনিয়ন, সদর উপজেলা, ফরিদপুর।
৮. অধ্যক্ষ মাওলানা তোফাজ্জল হোসাইন (১১০), সদস্য (রুকন) পীরগঞ্জ উপজেলা শাখা, রংপুর জেলা।
৯. মিসেস নাসিমা আক্তার নিপা (৫০), মহিলা সদস্য (রুকন), এয়ারপোর্ট থানা, বরিশাল মহানগরী।
১০. প্রভাষক আব্দুল হাই (৬৪), সদস্য (রুকন), মিঠাপুকুর উপজেলা, রংপুর।
১১. অধ্যক্ষ মাওলানা সোলাইমান মৃধা (৭০), সাবেক আমীর, রায়পুরা উপজেলা শাখা, নরসিংদী।
১২. জনাব মকবুল হোসেন (৮৫), সদস্য (রুকন), শৈলকুপা উপজেলা শাখা, ঝিনাইদহ।

কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী